Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Chaitra 26, 1430 Bangla, April 09, 2024, Tuesday, No. 100, 54th year

H I G H L I G H T S

PM Sheikh Hasina has asked the authorities concerned to deal with the juvenile gangs from different perspectives. Adds, Juvenile offenders should not be labeled as criminals for a long period. (Jago FM: 15)

Addressing BNP leaders, AL GS Obaidul Quader has said when the killers of democracy talk about democracy, it is nothing but their crocodile tears. (Jago FM: 17)

JP Chairman GM Quader has requested everybody to be tolerant and sympathetic towards the underprivileged, poor, disabled and helpless people of the country. (JagoFM: 18)

Visiting Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira has commented that everyone must work together to build a world free of hunger and poverty. (Jago FM: 17)

56 people including women have been arrested so far in connection with the Bandarban bank robbery. 7 local guns, ammunitions, KNF uniforms and various equipments have been seized during the operation. (Jago FM: 18)

TIB Executive Director Dr Iftekharuzzaman opines those who are working in govt admin are appointed in top positions of ACC; and, it is creating a barrier to the neutral work of the institution. Moreover, the institution is accused of failing to prevent corruption of govt. employees. (BBC: 06)

State-run Bangladesh Development Bank Limited (BDBL) is set to merge with Sonali Bank, while State-owned and trouble-ridden BASIC Bank is expected to merge with City Bank. (Jago FM: 18)

The Cabinet has approved the draft of the National Logistics Policy-2024 to ensure free movement of import-export and local goods by reducing costs. (Jago FM: 16)

Amidst the situation arising out of student politics, BUET teachers' association has demanded to resume normalcy in its regular activities. (VOA: 10)

Myanmar military that killed thousands of Muslim Rohingyas, recently conscripted 100 of them to fight for the embattled junta by threatening that if they refuse to join they would harm their family. (BBC: 05)

The echoes of explosions from bombs and mortar shells have been felt across the Teknaf border area once again, spreading panic among those residing nearby. (Jago FM: 19)

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
চৈত্র ২৬, বাংলা ১৪৩০, এপ্রিল ০৯, ২০২৪, মঙ্গলবার, নং- ১০০, ৫৪তম বছর

শিরোনাম

কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ওপর জোর দেওয়ার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাদের যেন দীর্ঘমেয়াদে অপরাধী বানিয়ে না ফেলা হয় সে বিষয়েও সতর্ক করেন প্রধানমন্ত্রী। (জাগো এফএম: ১৫)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন, গণতন্ত্রের হত্যাকারীরা আজ যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে তখন বুঝতে হবে, এটা গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না ছাড়া আর কিছু নয়। (জাগো এফএম: ১৭)

দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী এবং অসহায় মানুষের প্রতি সকলকে সহনশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। (জাগো এফএম: ১৮)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। (জাগো এফএম: ১৭)

বান্দরবানের ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় নারীসহ এ পর্যন্ত মোট ৫৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তারা সবাই কেএনএফ সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। অভিযান পরিচালনাকালে তাদের কাছ থেকে সাতটি দেশি বন্দুক, ২০ রাউন্ড গুলি, কেএনএফের পোশাকসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। (জাগো এফএম: ১৮)

সরকারের প্রশাসনে যারা কাজ করছেন, তারাই দুদকের শীর্ষ পদগুলোতে দায়িত্ব পাওয়ায় দুদকের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে বলে মনে করেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। উল্লেখ্য, অভিযোগ রয়েছে, সরকারি চাকরিজীবীদের দুর্নীতি ঠেকাতে পারছে না প্রতিষ্ঠানটি। (বিবিসি: ০৬)

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক একীভূত করবে আরেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএলকে। অন্যদিকে এক্সিম-পদ্মার পর বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত বেসিক ব্যাংক। (জাগো এফএম: ১৮)

ব্যয় কমিয়ে আমদানি-রফতানি এবং স্থানীয় পণ্যের সহজ ও অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে জাতীয় লজিস্টিকস নীতিমালা, ২০২৪ এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। (জাগো এফএম: ১৬)

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। (ভোয়া: ১০)

মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী যারা হাজার হাজার মুসলিম রোহিঙ্গাকে হত্যা করেছে, সম্প্রতি তাদের ১০০ জনকে এই হুমকি দিয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছে যে তারা যোগ দিতে অস্বীকার করলে তারা তাদের পরিবারের ক্ষতি করবে। (বিবিসি: ০৫)

গত তিনদিন ধরে আবারও টেকনাফ সীমান্তে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ মিয়ানমারের ওপার থেকে ভেসে আসছে। এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে স্থানীয়রা; ব্যাহত হচ্ছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা । (জাগো এফএম: ১৯)

বিবিসি

কেএনএফ-এর তৎপরতা কেন বান্দরবানের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতেই?

ঠিক দু'বছর আগে এই এপ্রিল মাসেই বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট বা কেএনএফ। সেসময় সামাজিক মাধ্যম ফেসবুকে দুই পার্বত্য জেলা রাঙামাটি ও বান্দরবানের মোট নয়টি উপজেলার সমন্বয়ে 'স্বশাসিত বা স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা-সহ' পৃথক রাজ্যের দাবি তোলে তারা। উপজেলাগুলো হল রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম। মানচিত্রে দেখা যাচ্ছে, সবগুলো উপজেলাই সীমান্তবর্তী। স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবির ক্ষেত্রে তারা সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোকে কী কী কারণে অগ্রাধিকার দিচ্ছে? পাহাড়ে গোষ্ঠীগত দিকে থেকে তাদের উপস্থিতি ও প্রভাবই বা কেমন? একজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও গবেষক বলছেন, সীমান্তের ওপারে আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ, ভূরাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক কারণেই সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোকে কেএনএফ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। কেএনএফের ঘোষণা ও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তব্য অনুযায়ী, অন্তত ছয়টি নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তারা। যদিও স্থানীয়ভাবে জানা যায়, মূলত বম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষই এতে যুক্ত। সংগঠনের নেতৃত্বেও রয়েছে এই সম্প্রদায়ের সদস্যরাই। নয়টি উপজেলার মধ্যে তিনটি উপজেলায় গোষ্ঠীটির কয়েক হাজার মানুষ বসবাস করলেও বাকিগুলোতে তাদের জনসংখ্যা তুলনামূলক কম। ১৮৯২ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলা, আসাম আর বার্মার সীমান্তঘেঁষা চিন-লুসাই হিলসের প্রশাসনিক রূপরেখা নির্ধারণে কলকাতায় একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ওই অঞ্চলে কুকি(বম)-চিন-লুসাই (বা কুকি-চিন-মিজো) নৃগোষ্ঠীর লোকদের বসবাস। কলকাতার সেই 'চিন-লুশাই কনফারেন্সে'র পরই স্থির হয়েছিল, এই জাতিগোষ্ঠীর বাস যে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তা তিনটি ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে – চিন হিলস বার্মার, লুসাই হিলসের দক্ষিণভাগ বাংলার আর উত্তরভাগ আসামের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এই সীমান্তের বিভেদ তৈরির অনেক আগে থেকেই কুকি, চিন ও লুসাইরা নিজেদের একই এথনিসিটি, একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লোক বলে মনে করতেন। মিজোরাম ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জে ডাউঙ্গেলের কিংবা দিল্লির জেএনইউ-তে স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্সেসের অধ্যাপক ও সমাজতাত্ত্বিক জয় পাচুয়াউও'র মতো বিশেষজ্ঞরা ওই জাতিগোষ্ঠীগুলোকে একত্রে 'জো' বলে অভিহিত করে থাকেন। এদের মধ্যে আর একটা মিল হল ধর্মীয় বিশ্বাসে তারা বেশির ভাগই খ্রিষ্টান। তেমনি তাদের মধ্যে ফারাকও কম নয় বলে জানান মিজ পাচুয়াউ। "জো-দের মধ্যে আলাদা আলাদা যে নৃগোষ্ঠীগুলো, তাদের মধ্যে রীতিমতো সূক্ষ্ম প্রতিদ্বন্দ্বিতাও আছে", বলছিলেন তিনি। গত জুলাইয়ে বিবিসি বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মি. ডাউঙ্গেল বলেছিলেন, "এক এক জায়গায় জো-দের আন্দোলনের দাবিটা এক এক রকম।"

এই নৃতাত্ত্বিক সংযোগের জন্য ভারতের মণিপুর, মিজোরাম ও বার্মার চিন রাজ্যের মানুষের সঙ্গে বাংলাদেশের বমদের এক ধরনের আত্মিক সম্পর্ক ও আদান প্রদান রয়েছে বলে জানাচ্ছেন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও গবেষক বায়েজিদ সারোয়ার। "সীমান্তের ওপারে একই সম্প্রদায়ের (কুকি) অবস্থান, ভূরাজনৈতিক ও উচু পাহাড়কে আশ্রয় বা লড়াইয়ের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার সুবিধার কারণে সীমান্তবর্তী উপজেলাগুলোকে কেএনএফ অগ্রাধিকার দিচ্ছে", জানান তিনি। জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুযায়ী বাংলাদেশে বমদের সংখ্যা ১৩ হাজার ১৯৩। পাহাড়ের নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা সাধারণত গ্রাম বা পাড়ার মতো সামাজিক কাঠামোবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। বম সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, দুই পার্বত্য জেলায় তাদের ৭০টি গ্রাম বা পাড়া রয়েছে। এর অর্ধেকই রুমা উপজেলায়। এছাড়া রোয়াংছড়িতে ১৮টি, থানচিতে ৮টি, বান্দরবান সদরে রয়েছে ৯টি পাড়া। স্থানীয় সাংবাদিক বাটিং মারমা বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যদিও ওরা ছয়টি জাতির কথা বলে, আসলে ওই বম সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ নিয়েই ওরা আছে। এই সম্প্রদায়ের সবাই যে কুকি চিন ফ্রন্টের সমর্থক, তাও না। একটা অংশ হয়তো সমর্থন করতে পারে", যোগ করেন তিনি। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর হয়ে প্রায় সাত বছর পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. বায়েজিদ সারোয়ার। বিবিসি বাংলাকে তিনি বলেন, "কেএনএফ-এর নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, যেমন হত্যা, চাঁদাবাজি, জোরপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ, ডাকাতি, নির্যাতন ও এলাকা অশান্ত হওয়ায় বম জনগোষ্ঠি ও বান্দরবানের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির মধ্যে কিছুটা বিরক্তি তৈরি করেছে।" তবে পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চলের উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য এই অঞ্চলের কুকি সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করতে পারে, এই বিষয়টিও মনে রাখা দরকার বলে উল্লেখ করেন এই সাবেক সেনা কর্মকর্তা। বম ছাড়াও আরো পাঁচটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের দাবি করে কেএনএফ। তারা হলো পাংখোয়া, লুসাই, খিয়ং, ম্রো ও খুমি। জনশুমারি ২০২২ এর তথ্য বলছে, বাংলাদেশে পাংখোয়া নৃগোষ্ঠীর মানুষ আছেন এক হাজার ৮৫৭ জন। ৩৮০ জন লুসাই, খিয়াং সম্প্রদায়ের চার হাজার ৮২৬ ও তিন হাজার ৭৮০ জন খুমি আছেন। ম্রো গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা অন্যদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি, ৫২ হাজার ৪৫৫ জন। "অন্যদিকে চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির সঙ্গে কুকি সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক বিরোধের কথা আলোচনায় আছে। চাকমা-মারমা-ত্রিপুরাদের জনসংখ্যা প্রায় ছয় থেকে সাত লাখ", বলছিলেন মি. সারোয়ার।

বান্দরবান থেকে বাটিং মারমা জানাচ্ছেন, "ওরা (কেএনএফ) আসলে আতংক ছড়াচ্ছে রুমা উপজেলা সংলগ্ন বর্ডার সাইডে, থানচির দুর্গমে ও রোয়াংছড়ির কিছু এলাকায়। অন্য কোথাও তাদের তেমন কার্যকলাপ নেই।" কেএনএফ-কে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ কিছু বিষয়ে নজর দিতে হবে বলে মনে করেন সাবেক সেনা

কর্মকর্তারা। পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নিরাপত্তা বিশ্লেষক মেজর (অবসরপ্রাপ্ত) এমদাদুল ইসলামের। মি. ইসলাম বিবিসি বাংলাকে জানান, কেএনএফের শক্তি ও সমর্থন খুব একটা আছে, তেমনটা তিনি মনে করেন না। "তবে আমার মনে হয় তাদের যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়ায় তারা একটু বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পরে জঙ্গি ইস্যুটি সামনে আসার পর কর্তৃপক্ষ নড়েচড়ে এসেছে। আবার কেএনএফ আলোচনায় আসায় হয়তো আত্মতুষ্টি তৈরি হয়েছে। সেই সুযোগেই এবারের ঘটনা ঘটেছে", বলছিলেন তিনি। বাংলাদেশের শীর্ষ পাহাড়চূড়াগুলোর অবস্থান বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) মো. বায়েজিদ সারোয়ার বিবিসি বাংলাকে বলেন, "সেখানকার পূর্বাঞ্চলের দুর্গম উঁচু পাহাড়ে অভিযান পরিচালনা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।" সীমান্তের ওপার থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠীটি সমর্থন পাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন "এমন পরিস্থিতিতে গোয়েন্দা কার্যক্রম কঠিন হয়ে পড়ে।" এর আগে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানকালে কেএনএফ পাহাড়ে প্রথমবারের মতো আইইডি বা ইমপ্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (এক ধরনের বোমা) ব্যবহার করেছিল। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে অভিযানে অংশগ্রহণকারী বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন মি. সারোয়ার। "মনে রাখতে হবে এই অভিযানের লক্ষ্যবস্তু শুধুমাত্র কেএনএফ-এর সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। পাহাড়ের সাধারণ জনগণ যেন মোটেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়", সতর্ক করে দেন তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৪ রিহাব)

সেনা নির্যাতনের শিকার রোহিঙ্গাদেরই এখন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হয়ে লড়তে হচ্ছে

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী হাজার হাজার মুসলিম রোহিঙ্গাকে হত্যা করার প্রায় সাত বছর পর এখন তাদেরই সাহায্য চাইছে। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর নিপীড়নকে জাতিসংঘ আক্ষরিক অর্থেই 'জাতিগত নির্মূল অভিযান' বলে অভিহিত করেছিল। রাখাইন রাজ্যে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের সাক্ষাৎকার থেকে বিবিসি জানতে পেরেছে যে তাদের মধ্যে অন্তত ১০০ জনকে সম্প্রতি যুদ্ধরত জান্তার পক্ষে লড়াই করার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে এই প্রতিবেদনে তাদের সব নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। "আমার ভয় লাগছিল কিন্তু তারপরও আমাকে যেতে হয়েছে",বলছিলেন মোহাম্মদ নামে ৩১ বছর বয়সী এক রোহিঙ্গা। যিনি তিন সন্তানের বাবা। তিনি রাখাইনের রাজধানী সিতওয়ের কাছে বাও দু ফা ক্যাম্পে থাকেন।

গত এক দশক ধরে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত অন্তত দেড় লাখ রোহিঙ্গা বাধ্য হয়ে এই সব আইডিপি ক্যাম্পে থাকছেন। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে ক্যাম্পের নেতা গভীর রাতে মোহাম্মদের কাছে আসেন এবং বলেন যে তাকে সামরিক প্রশিক্ষণ নিতে হবে। "এটি সেনাবাহিনীর আদেশ", ক্যাম্পের নেতা তাকে এই কথা বলেছিলেন বলে মোহাম্মদ জানান। "আপনি যদি রাজি না হন তাহলে তারা আপনার পরিবারের ক্ষতি করবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।" বিবিসি বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গার সাথে কথা বলেছে যারা নিশ্চিত করেছে যে সেনা কর্মকর্তারা ক্যাম্পের সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন এবং তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য রিপোর্ট করার নির্দেশ দিচ্ছেন। মোহাম্মদের মতো পুরুষদের জন্য ভয়ানক পরিহাস হল যে মিয়ানমারে রোহিঙ্গারা এখনও নাগরিকত্ব থেকে বঞ্চিত। তাদেরকে নানা ধরনের বিধিনিষেধের মধ্যে রাখা হয়, যা বৈষম্যমূলক। যেমন তাদেরকে নিজ সম্প্রদায়ের এলাকার বাইরে ভ্রমণ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। ২০১২ সালে রাখাইন রাজ্যের মিশ্র বসবাসের এলাকা থেকে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাদেরকে ক্যাম্পে বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল। পাঁচ বছর পর ২০১৭ সালের আগস্টে সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে নৃশংস জাতিগত নির্মূল অভিযান শুরু করে। এতে সাত লাখ রোহিঙ্গা নিজ দেশ থেকে পালিয়ে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। মিয়ানমারে সে সময় হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে হত্যা ও ধর্ষণ করা হয়েছিল এবং তাদের গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে প্রায় ছয় লাখ রোহিঙ্গা এখনও রাখাইন রাজ্যে রয়ে গিয়েছে। রোহিঙ্গাদের প্রতি মিয়ানমার সেনাবাহিনীর এমন আচরণের জন্য মিয়ানমার এখন দ্য হেগের আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে গণহত্যার বিচারের মুখোমুখি হয়েছে।

সম্প্রতি আরাকান আর্মি নামক একটি জাতিগত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর কাছে রাখাইনের বিশাল এলাকা হারানোর পর মিয়ানমার সেনাবাহিনী এখন সেই রোহিঙ্গাদেরই জোরপূর্বক বাহিনীতে নিয়োগ দিচ্ছে। এতে মিয়ানমার সেনাদের মরিয়া পরিস্থিতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রাখাইনে সেনাবাহিনীর স্থল অভিযান ও বিমান হামলায় বহু রোহিঙ্গা নিহত হয়েছিল। এখন শুধু রাখাইনে নয়, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী দেশটির অন্যান্য অংশেও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সবশেষ ৬ই এপ্রিল তারা থাইল্যান্ডের সাথে পূর্ব সীমান্তের একটি শহর মায়াওয়াদির নিয়ন্ত্রণও হারিয়েছে। দেশের অধিকাংশ স্থলবাণিজ্য এই গুরুত্বপূর্ণ পথ দিয়েই হতো। এদিকে জান্তাও বিপুল সংখ্যক সৈন্য হারিয়েছে। তারা নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে, আত্মসমর্পণ করেছে বা বিরোধীদের শিবিরে দলত্যাগ করেছে এবং এই ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা কঠিন।

বর্তমানে অ-জনপ্রিয় জান্তা সরকারের শাসনের জন্য খুব কম লোকই তাদের জীবনের ঝুঁকি নিতে চাইছে। আর রোহিঙ্গাদের আশঙ্কা যে তাদেরকে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে আবার টার্গেট করা হচ্ছে, যে যুদ্ধে জান্তা হেরে যাচ্ছে বলেই মনে হচ্ছে। মোহাম্মদ বলেন, তাকে সিতওয়েতে ২৭০তম লাইট ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়নের ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ২০১২ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার সময় বিতাড়িত হওয়ার পর থেকে রোহিঙ্গাদের এই শহরে বসবাস করা নিষিদ্ধ

করা হয়েছে। "আমাদের শেখানো হয়েছিল কীভাবে বুলেট লোড করতে হয় এবং গুলি চালাতে হয়", তিনি বলেন। "তারা আমাদের দেখিয়েছে কীভাবে একটি বন্দুকের বিভিন্ন অংশ আলাদা করা এবং পুনরায় একত্রিত করা যায়।"

বিবিসি একটি ভিডিওতে দেখেছে, রোহিঙ্গাদের আরেকটি দলকে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবহৃত একটি পুরানো স্ট্যান্ডার্ড অস্ত্র বিএ৬৩ রাইফেল কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তা শেখানো হচ্ছে।

মোহাম্মদকে দুই সপ্তাহের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল, তারপর তাকে বাড়ি পাঠানো হয়। কিন্তু মাত্র দু'দিন পর তাকে আবার ডাকা হয়, এবং ২৫০জন সৈন্যের সাথে একটি নৌযানে তুলে দেয়া হয়। পাঁচ ঘণ্টা নদী পথে পাড়ি দিয়ে তাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় রাথেডাং শহর পর্যন্ত। যেখানে পাহাড়ের উপরে তিনটি সামরিক ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণের জন্য আরাকান আর্মির সাথে সেনাবাহিনীর একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলছিল। "আমি জানতাম না কেন আমি যুদ্ধ করছি। যখন তারা আমাকে একটি রাখাইন গ্রামে গুলি করতে বলত, আমাকে গুলি করতে হতো", বলছিলেন মোহাম্মদ। সেখানে তিনি ১১ দিন যুদ্ধ করেন। এরপর তাদের গুদামঘরে গোলা পড়ার পর তাদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। যুদ্ধ চলাকালে তিনি বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গাকে আর্টিলারির আঘাতে নিহত হতে দেখেছেন। তিনি নিজেও তার দুই পায়ে শার্পনেলের আঘাতে আহত হন। তখন তাকে চিকিৎসার জন্য সিতওয়েতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

২০শে মার্চ আরাকান আর্মি তিনটি ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার পর যুদ্ধের ছবি প্রকাশ করে। সেখানে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ দেখানো হয়, যাদের মধ্যে অন্তত তিনজন রোহিঙ্গা বলে চিহ্নিত হয়েছে। "যখন আমি যুদ্ধের মাঝখানে ছিলাম আমি পুরো সময় আতঙ্কিত ছিলাম। আমি আমার পরিবারের কথা ভাবতে থাকি", মোহাম্মদ বলেন। "আমি কখনওই ভাবিনি আমাকে এভাবে যুদ্ধে যেতে হবে। আমি শুধু বাড়ি যেতে চেয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে মাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলাম। মনে হচ্ছিল মায়ের গর্ভ থেকে আবার জন্ম নিচ্ছি", তিনি বলেন।

এমন আরেকজন রোহিঙ্গা হলেন হুসেন, তিনি থাকেন ওহন তাও গি ক্যাম্পে, যা সিতওয়ের কাছেই অবস্থিত একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্প। তার ভাই মাহমুদ বলেছেন যে তাকে ফেব্রুয়ারিতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে হুসেন তার সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে। কিন্তু মিয়ানমার সেনাবাহিনী তাকে যুদ্ধে পাঠানোর আগেই সে আত্মগোপনে চলে যায়। সামরিক বাহিনী আরাকান আর্মির সাথে যুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করার কথা অস্বীকার করেছে। জান্তা সরকারের মুখপাত্র জেনারেল জাও মিন তুন বিবিসিকে বলেছেন, তাদেরকে যুদ্ধে পাঠানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। "আমরা তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই, তাই আমরা তাদের নিজেদের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করতে বলেছি", তিনি বলেন।

কিন্তু বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে, সিতওয়ের কাছে পাঁচটি ভিন্ন আইডিপি ক্যাম্পে থাকা সাতজন রোহিঙ্গা সবাই একই কথা বলেছে - তারা অন্তত ১০০জন রোহিঙ্গার কথা জানে যাদেরকে এই বছর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং যুদ্ধে পাঠানো হয়েছে। তারা বলেছে যে, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং সেনাদের একটি দল ফেব্রুয়ারিতে ক্যাম্পে এসে ঘোষণা করেছিল যে অল্পবয়সী পুরুষদের নিয়োগ করা হবে। প্রথমে তাদের বলা হয়েছিল যে যারা যোগদান করবে তাদেরকে খাবার, মজুরি এবং নাগরিকত্ব দেয়া হবে। যা প্রলোভন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আরাকান আর্মির সাথে বিদ্রোহীদের সংঘাত ক্রমেই বাড়তে থাকার কারণে আইডিপি ক্যাম্পে খাদ্য সংকট দেখা দেয় এবং খাবার ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, কারণ দেশটিতে আন্তর্জাতিক সাহায্যের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

মিয়ানমারের জান্তা সরকার রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব প্রত্যাখ্যান করার পর তাদেরকে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এই একটি কারণে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে নানা বৈষম্যের শিকার। যাকে মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলো বর্ণবৈষম্যের অনুরূপ বলে আখ্যা দিয়েছে। যাই হোক, সৈন্যরা যখন নিয়োগ করা পুরুষদের নিয়ে যেতে ফিরে আসে, তখন তারা নাগরিকত্বের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। যখন শিবিরের বাসিন্দারা জানতে চায় যে তাদেরকে কেন অ-নাগরিক হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে, তখন তাদেরকে বলা হয় যে তারা যেখানে বাস করত সেই জায়গাটি রক্ষা করা তাদের কর্তব্য। তাদের বলা হয়, তারা সৈন্য নয় বরং 'মিলিশিয়া' বা সশস্ত্র বাহিনী হবে। এই রোহিঙ্গারা তাদের নাগরিকত্বের প্রস্তাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তর আসে "আপনারা ভুল বুঝেছেন"। এখন, ক্যাম্প কমিটির এক সদস্যের মতে, সেনাবাহিনী সম্ভাব্য নিয়োগপ্রাপ্তদের নতুন তালিকা দাবি করে।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা প্রথম গ্রুপটির কাছ সব জানাশোনার পর, অন্য আর কেউ নিয়োগের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বলে ওই ক্যাম্প কমিটির সদস্য জানান। তাই ক্যাম্পের নেতারা এখন দরিদ্র পুরুষ এবং এবং যাদের চাকরি নেই, তাদের বেছে নিচ্ছে। তাদেরকে প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে যে তারা যুদ্ধে থাকাকালীন তাদের পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে। ক্যাম্পের অন্যান্য বাসিন্দাদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে এই সহায়তা দেওয়ার কথা জানানো হয়। মানবাধিকার গোষ্ঠী ফোর্টিফাই রাইটস-এর ম্যাথিউ স্মিথ বলেছেন, "এই নিয়োগ অভিযানটি বেআইনি এবং জোরপূর্বক শ্রমের অনুরূপ। যা ঘটছে তার পেছনে নৃশংস এবং বিকৃত উপায়ে লাভ করার চেষ্টা রয়েছে। সামরিক বাহিনী দেশব্যাপী গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রতিরোধ করতে গিয়ে এত দিন সেনাদের গণহত্যার শিকার রোহিঙ্গাদের যুদ্ধে যোগদান করাতে চাইছে। এই শাসনব্যবস্থার মানুষের জীবন নিয়ে কোনও পরোয়া নেই। তারা এখন নিজেদের নৃশংসতা এবং দায়মুক্তির দীর্ঘ ইতিহাসের ওপর ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রলেপ দিচ্ছে", বলছিলেন মি স্মিথ। যুদ্ধে ক্রমেই এগিয়ে যাওয়া আরাকান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের ব্যবহার করে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী রাখাইনের বৌদ্ধ জাতিগত জনগোষ্ঠীর

সাথে সাম্প্রদায়িক সংঘাত পুনরুজ্জীবিত করারও হুমকি তৈরি করছে। কেন না বৌদ্ধ জাতিগত জনগোষ্ঠীর বেশির ভাগই বিদ্রোহীদের সমর্থন করে।
এটি দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস দীর্ঘ সময়ের। এই সংঘাতের কারণে ২০১২ সালে সিতওয়ের মতো শহর থেকে কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর যখন সেনাবাহিনী নৃশংস হামলা চালায়, তখন রাখাইন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে ওই হামলায় যোগ দিয়েছিল। তবে রোহিঙ্গারা রাখাইন ছেড়ে যাওয়ার পর থেকে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা কমে আসে। আরাকান আর্মি একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রের জন্য লড়াই করছে। এই লড়াইয়ের লক্ষ্য হল সামরিক জান্তাকে উৎখাত করা, এবং মিয়ানমারে একটি নতুন সরকার ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।
এখন রাখাইন রাজ্যে বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে থাকা আরাকান আর্মি সম্প্রতি সেখানে বসবাসকারী সকলকে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলেছে। যা ইঙ্গিত করে যে তারা বাংলাদেশ থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন মেনে নিতে পারে। তবে পরিস্থিতি এরপর বদলে গেছে। আরাকান আর্মির একজন মুখপাত্র খাইং থুখা বিবিসিকে বলেছেন যে "জান্তার পক্ষ হয়ে লড়াই করার জন্য রোহিঙ্গাদের নিয়োগ দেওয়াকে আমরা চরম বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে দেখছি। বিশেষ করে সম্প্রতি যারা গণহত্যার শিকার হয়েছেন এবং স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্য লড়াই করছেন তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে।" সামরিক-পন্থী মিডিয়া প্রচার করেছে, বুথিদাউং ক্যাম্পের রোহিঙ্গারা আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছে। যদিও স্থানীয়রা বিবিসিকে জানিয়েছে যে তারা সন্দেহ করছে এই দুটি জাতিগোষ্ঠীকে বিভক্ত করার চেষ্টায় সেনাবাহিনী পরিকল্পিতভাবে এমনটা করছে।
রোহিঙ্গারা এখন এমন একটি সেনাবাহিনীর জন্য লড়াই করতে বাধ্য হয়েছে যারা মিয়ানমারে তাদের বসবাসের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় না। এ কারণে রোহিঙ্গা বিদ্রোহীদের থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যারা হয়তো শিগগিরই রাখাইনের বেশির ভাগ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একসময় সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহী এই দুটি গ্রুপ রোহিঙ্গাদের টার্গেট করলেও এখন রোহিঙ্গারা দুই পক্ষের দ্বন্দ্বের মাঝখানে আটকা পড়েছে। মোহাম্মদকে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে একটি প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, যেখানে লেখা আছে তিনি সেনাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন। তার কোনও ধারণা নেই যে এই প্রশংসাপত্রের মূল্য কী। এই কাগজের কারণে তাকে পুনরায় যুদ্ধে যাওয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে কি না, তিনি সেটাও জানেন না। আরাকান আর্মি যদি সিতওয়ে এবং তার ক্যাম্পের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তবে এই প্রশংসাপত্র তাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। তিনি এখন তার আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠেননি। তিনি বলেছেন যুদ্ধের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতার কারণে তিনি এখনও রাতে ঘুমাতে পারেন না। "আমি ভয় পাচ্ছি তারা আমাকে আবার ফোন করবে। এবার আমি ফিরে এসেছি কারণ আমার ভাগ্য সহায় ছিল, কিন্তু পরের বার কী হবে তা আমি নিশ্চিত নই", বলছিলেন মোহাম্মদ। (বিবিসি ওয়েব পেজ :০৮.০৪.২০২৪ রিহাব)

দুদক কেন সরকারি চাকরিজীবীদের দুর্নীতি ঠেকাতে পারছে না?

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধে প্রায়ই দুর্নীতির অভিযোগ শোনা যায়। সেসব অভিযোগ তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে একটি বড় অভিযোগ হচ্ছে, ক্ষমতাশালী শীর্ষ কর্মকর্তাদের বাদ দিয়ে তারা কেবল মধ্যম ও নিম্নসারির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। "অবস্থা দেখা মনে হচ্ছে, দুদকের কর্মকর্তারা হয়তো একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে নিয়েছেন, যেটার উপরে তারা যেতে চায় না," বিবিসি বাংলাকে বলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে দুদক বলছে, দুর্নীতির প্রশ্নে তারা কাউকেই ছাড় দেন না। "অভিযোগ পেলেই আমরা তদন্ত করে দেখি এবং প্রমাণ পেলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা গ্রহণ করি," বিবিসি বাংলাকে বলেন দুদকের কমিশনার মো. জহুরুল হক।
যদিও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের যে অভিযোগ সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেটি খতিয়ে দেখার বিষয়ে এখনও কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি দুদককে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে সার্বিকভাবে দুর্নীতি বেড়েছে বলে জানাচ্ছে দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)। বার্লিনভিত্তিক সংস্থাটি ২০২৩ সালে দুর্নীতির যে ধারণাসূচক প্রকাশ করেছে, সেখানে আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ নিচে নেমে গেছে বাংলাদেশ। সূচক অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান এখন দশম। টিআই এটাও বলছে যে, বিশ্বে যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই এবং যারা কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে রয়েছে, সেসব দেশের চেয়েও বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সরকারের কোন খাতে কতটা দুর্নীতি হচ্ছে, সে বিষয়ে ধারণা দিতে দুই বছর আগে একটি গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। সেখানে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত হলো- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। তাদের কাছে সেবা নিতে গিয়ে দেশের ৭৪ শতাংশেরও বেশি সংখ্যক পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি পাওয়া গেছে পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) কার্যালয়ে। সেবা নিতে গিয়ে পাসপোর্ট অধিদপ্তরে ৭০.৫ শতাংশ এবং বিআরটিএ কার্যালয়ে

৬৮.৩ শতাংশ পরিবারকে বাধ্য হয়ে ঘুস দিতে হয়েছে। এছাড়া বিচারিক সেবাখাতে ৫৬.৮ শতাংশ, সরকারি স্বাস্থ্য সেবায় ৪৮.৭ শতাংশ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৪৬.৬ শতাংশ এবং ভূমি সেবায় ৪৬.৩ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। সরকারি কার্যালয়গুলোতে যে দুর্নীতি হচ্ছে, দুদকও সেটি স্বীকার করছে। "সরকারি সেবাখাতে যে দুর্নীতি হচ্ছে, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকেই যে অবৈধ সম্পদের মালিক হচ্ছেন, সেটাই বাস্তবতা," বিবিসি বাংলাকে বলেন দুদকের কমিশনার মো. জহুরুল হক।

এ ধরনের দুর্নীতি বন্ধে দুদক কী করছে? "তথ্য পেলেই আমরা তদন্ত করছি। এছাড়া হাতেনাতে ধরার জন্য ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো, ফাঁদ পাতাসহ আরও অনেক ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি," বলেন মি. হক। দুদকের তথ্যানুসারে, ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত শতাধিক দুর্নীতির মামলায় প্রায় ৩৭৪ জনকে আসামি করা হয়েছে, যাদের অর্ধেকই সরকারি চাকরিজীবী। তাদের পরিচয় পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, আসামিদের মধ্যে ৯৬ শতাংশই মধ্যম ও নিম্নসারির কর্তকর্তা-কর্মচারী। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা রয়েছেন মাত্র চার শতাংশের মতো। এর আগের অন্তত সাত বছরের তথ্য পর্যালোচনা করেও কাছাকাছি ধরনের চিত্র পাওয়া গেছে। এছাড়া উচ্চপদস্থ যে ক'জনকে আসামি করা হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারায় দেখা যাচ্ছে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশই আবার ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন। "রাঘব বোয়ালের তুলনায় চুনোপুঁটি ধরা সহজ এবং নিরাপদ। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা ক্ষমতাবলয়ের বাইরে অবস্থান করে," বিবিসি বাংলাকে বলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান।

করোনা মহামারির সময় দুর্নীতির কারণে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাত বেশ আলোচনায় ছিল। তখন মাস্ক কেলেঙ্কারি, কোভিড টেস্ট নিয়ে জালিয়াতি, জনবল নিয়োগে কোটি টাকা ঘুস প্রস্তাব, যন্ত্রপাতি কেনা-কাটায় শত শত কোটি টাকার অনিয়ম ও দুর্নীতির খবর গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। কিন্তু এসব ঘটনায় উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা গ্রেফতার হননি। গ্রেফতার হয়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের গাড়িচালক আবদুল মালেক ও কর্মচারি আবজাল হোসেন। একইভাবে ভূমি অফিস, রাজউক কিংবা সিটি করপেরেশনের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা বা গ্রেফতারের নজির খুব একটা নেই বলে জানাচ্ছে টিআইবি। "যেখানে দুর্নীতি বা অনিয়মে সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, এরকম ক্ষেত্রে খুব কমই আমরা কোনো পদক্ষেপ দেখতে পাই," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। তিনি আরও বলেন, "বড় জোর হয়তো বদলি করা হয়, যা আসলে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না।" এছাড়া সরকারি চাকরিজীবীদের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থপাচার করার অভিযোগও রয়েছে।

কানাডায় অর্থপাচার করে বাংলাদেশি নাগরিকদের বাড়ি-গাড়ি কেনার বিষয়ে ২০২০ সালে তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল কালাম আব্দুল মোমেন গণমাধ্যমকে বলেছিলেন, "আমাদের সচরাচর ধারণা যে, এগুলো হয়তো রাজনীতিবিদরা করেন। কিন্তু, সেখানে দেখা গেল এদের অধিক সংখ্যক সরকারি চাকরি করেন।" কিন্তু কারা সেই অর্থপাচারকারী, সেটি এখনও বের করতে পারেনি দুদক। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে তারা সরকারি যত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তাদের মধ্যে বেশ কয়েক জনকে অবশ্য আইনের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় বরখাস্ত হওয়া পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক মিজানুর রহমানকে ২০২৩ সালে ১৪ বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত, যা নিজেদের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে দেখছে দুদক। একই অভিযোগে সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত সচিব প্রশান্ত কুমার রায়কে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে, আইনগতভাবে সব ধরনের ক্ষমতা দেওয়ার পর কেবল সদিচ্ছার অভাবে সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে দুর্নীতির লাগাম টানতে পারছে না দুদক। "আইন তাদের সব ধরনের ক্ষমতা দিয়েছে, এমনকি প্রোটেকশনও দিয়েছে। তারপরও যদি তারা দুর্নীতির লাগাম টানতে না পারে, সেটি খুবই দুভাগ্যজনক," বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার। আইন অনুযায়ী, দুদকের চেয়ারম্যান বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমমানের পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আর দুই কমিশনার ভোগ করেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির পদমর্যাদা। "এমনকি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে কেউ চাইলেই হুট করে তাদেরকে অপসারণ করতে পারবে না। আইনে এতটাই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে," বলছিলেন মি. মজুমদার। সুতরাং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দুদকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই বলে মনে করেন তিনি। "কিন্তু দেখা যাচ্ছে, উনারা নিজেরাই ক্ষমতাশালী মহলের সাথে সখ্য রাখতে চান কিংবা ভয় থেকে হয়তো তাদের ঘাঁটাতে যান না। সে কারণেই তাদেরকে ছাড় দেন, যা খুবই দুঃখজনক। উনাদের মধ্যে সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ঠিকঠাক দায়িত্ব পালন না করে উনারা কাজ করেন দায়সারাভাবে। এটাই বড় সমস্যা," বলেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব মি. মজুমদার।

দুদককে কেন্দ্র করে ক্ষমতার একটি বলয় তৈরি হয়েছে, যারা প্রতিষ্ঠানটিকে জিম্মি করে রেখেছেন বলে মনে করছেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। "সরকারের প্রশাসনে যারা কাজ করছেন, তারাই দেখা যাচ্ছে দুদকের শীর্ষ পদগুলোতে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের অনেকেই তাদের পরিচিত মানুষ," বিবিসি

বাংলাকে বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। আর পরিচিত হওয়ার কারণেই তারা অনেক সময় একে অন্যের স্বার্থ দেখছেন, যা দুদকের কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে বলে মনে করেন তিনি।

আবার দুদকে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কর্মকর্তাদের অনেকে সরকারি অন্য প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তেমন ক্ষেত্রে যেন ভালো কোনো প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পান, সেটি মাথায় রেখেও কেউ কেউ প্রশাসনের প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক রেখে চলেন বলে মনে করছেন তিনি। বাংলাদেশে দুর্নীতির তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনার দায়িত্ব যাদের উপর, সেই দুদক কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেই অতীতে বিভিন্ন সময় দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে দেখা গেছে। অর্থপাচারের মামলা তদন্ত করতে গিয়ে সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা মিজানুর রহমানের কাছ থেকে দুদকের পরিচালক খন্দকার এনামুল বাছিরের ৪০ লাখ টাকা ঘুস নেওয়ার ঘটনায় রীতিমত উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। পরে অবশ্য দুদক নিজেই অভিযোগ তদন্ত করেছে এবং তাদের দু'জনকেই শাস্তির আওতায় এনেছে, যা দুর্নীতি বিরোধী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে।

আবার দুর্নীতির তদন্ত করতে গিয়ে দুদকের একজন কর্মকর্তা চাকরি হারিয়েছেন, তেমন নজিরও রয়েছে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে জাতীয় পরিচয়পত্র দেয়াসহ দুর্নীতির বিভিন্ন ঘটনা তদন্ত করে আলোচনায় এসেছিলেন দুদক কর্মকর্তা শরীফ উদ্দিন। চাকরিচ্যুত হওয়া মি. উদ্দিন অবশ্য পরে দুদক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেই নানান অভিযোগ তোলেন। তিনি দাবি করেন, বড় বড় কয়েকটি দুর্নীতির মামলার তদন্ত করে তিনি অনেক আমলা ও প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছিলেন। সেজন্যই তিনি প্রভাবশালী মহলের রোষানলের শিকার হয়েছেন। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে দুদক তখন বলেছিল যে, মি. উদ্দিনের বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ থাকায় তাকে কর্তৃপক্ষ অপসারণে বাধ্য হয়েছে।

"দুদকের ভেতরেই যদি এ অবস্থা হয়, তাহলে তারা কীভাবে কাজ করবে? মানুষ তাদের উপরেই-বা আস্থা রাখবে কীভাবে? ভূত তো সর্ষের মধ্যেই," বিবিসি বাংলাকে বলেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার। পরামর্শ দিয়ে তিনি আরও বলেন, "নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের আস্থা অর্জন করতে যা যা করণীয়, সেগুলোর দিকে দুদকের নজর দেওয়া উচিৎ।" সরকার বিরোধীদের দমনের উদ্দেশ্যেও অনেক সময় দুদককে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ দলটির অনেক নেতার বিরুদ্ধেই দুদকে একাধিক মামলা রয়েছে। এসব মামলায় খালেদা জিয়া, তারেক রহমান এবং তার স্ত্রী জুবাইদা রহমানের বিভিন্ন মেয়াদে সাজা হয়েছে। বিএনপির শুরু থেকেই এসব মামলাকে "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত" বলে দাবি করে আসছে।

অন্যদিকে, দুদকের করা অর্থ আত্মসাতের মামলায় সম্প্রতি নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। বিশ্লেষকদের অনেকের ধারণা, ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সাথে দ্বন্দ্বের জেরে অধ্যাপক ইউনূসকে দুদকের মামলায় জড়ানো হয়েছে। "আবার ক্ষমতাসীনদের সুনজরে থাকার কারণে অনেকে দুর্নীতি করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন," বিবিসি বাংলাকে বলেন টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান। তিনি আরো বলেন, "আমরা চাই, দুর্নীতিবাজ সবাইকে আইনের আওতায় আনা হোক। কেউই যেন ছাড় না পায়।" উপরের সব অভিযোগ অস্বীকার করে দুদক বলছে, নিরপেক্ষতা বজায় রেখে স্বাধীনভাবেই কাজ করছে তারা। "দুর্নীতি ঠেকাতে আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছি", বিবিসি বাংলাকে বলেন দুদকের কমিশনার মো. জহুরুল হক। "এক্ষেত্রে আমরা কারো ক্ষমতা বা রাজনৈতিক পরিচয় যেমন বিবেচনা করি না, তেমনি প্রমাণ না থাকলে কাউকে অহেতুক হয়রানি করি না," বলেন তিনি। তবে দুর্নীতি করেও যে সরকারের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী পার পেয়ে যাচ্ছেন, সেটা স্বীকার করছেন মি. হক। "তথ্য পেলেই আমরা খতিয়ে দেখি। তবে এটাও ঠিক যে সব সময় প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর প্রমাণ না পাওয়া গেলে আমাদের কিছু করার থাকে না," বলেন মি. হক।

এদিকে, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের তুলনায় সরকারের মধ্যম ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দুদকের মামলায় বেশি গ্রেফতার হওয়ার কারণ সম্পর্কে দুদকের আইনজীবীর কাছে প্রশ্ন করেছিল বিবিসি বাংলা। "বড়-ছোট বলে কোনো কথা নেই। দুর্নীতি ইজ দুর্নীতি," বিবিসি বাংলাকে বলেন দুদকের আইনজীবী খুরশীদ আলম খান। "কাজেই ছোটদের ধরতে পারছেন, বড়দের পারছেন না- এসব প্রশ্ন অবান্তর। যার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাচ্ছি, তাকেই আইনের আওতায় এনে শাস্তি দিচ্ছি," বলেন মি. খান। তার এই কথার প্রেক্ষিতে সাবেক মন্ত্রপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, "অবশ্যই দুর্নীতিবাজ সকল ব্যক্তি সমান অপরাধী। তবে নিম্নস্তরের চেয়ে উচ্চস্তরে দুর্নীতির টাকার লেনদেনের পরিমাণ অনেক বেশি"। "কাজেই বড় দুর্নীতি থামানোর প্রতিও দুদকের নজর দিতে হবে," বিবিসি বাংলাকে বলেন মি. মজুমদার।

বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে অস্বাভাবিক সম্পদ অর্জনের যে অভিযোগ উঠেছে, সেটির বিষয়ে দ্রুত তদন্ত শুরু করা উচিৎ বলে মনে করছেন দুর্নীতি বিরোধী ব্যক্তিরা। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যেহেতু বিষয়টি সামনে এসেছে, সেহেতু ঘটনাটি সত্য কি না দুদকের উচিৎ দ্রুত সেটি খুঁজে বের করা।"

এক্ষেত্রে দুদক স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রকাশিত তথ্য যাচাইয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে বলে মনে করেন তিনি। "এটা খতিয়ে দেখা দুদকের দায়িত্ব। তারা যদি দ্রুত সক্রিয়তা না দেখায়, তাহলে দুর্নীতি দমনে দুদকের ভূমিকা নিয়ে নানান প্রশ্ন উঠবে, যা প্রতিষ্ঠানটিকে আরও আস্থার সংকটের দিকে ঠেলে দিবে," বলেন মি. ইফতেখারুজ্জামান। অন্যদিকে,

বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া অভিযোগের বিষয়ে দুদক তৎপরতা না দেখালে, সেটি দুর্নীতিকে উৎসাহিত করবে বলে মনে করছেন সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার। তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেন, "এরকম ঘটনায় দুদক যদি নীরব থাকে, তাহলে সরকারি চাকরিজীবীরা তো বটেই, অন্যরাও অনিয়ম-দুর্নীতি করার ক্ষেত্রে উৎসাহ পাবে।" কাজেই মি. মজুমদারও মনে করছেন, বিষয়টি নিয়ে দুদকের দ্রুত তদন্ত শুরু করা উচিৎ। তবে দুদক শেষমেশ কী করবে, সেটি এখনও বোঝা যাচ্ছে না। প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, তারা বিষয়টির দিকে নজর রাখছে। চেয়ারম্যানের সাথে বসে কমিশনাররা খুব শিগগিরই এ বিষয়ে করণীয় ঠিক করবেন বলেও জানানো হয়েছে। যদিও এর আগেও অভিযোগের ভিত্তিতে সাবেক আরেক আইজিপি নূর মোহাম্মদের অবৈধ সম্পদের খোঁজে তদন্ত শুরু করেছিলো দুদক। ২০১২ সালে শুরু হওয়া ওই তদন্তে অবশ্য তারা তেমন কিছুই খুঁজে পায়নি বলে জানানো হয়েছে। পরে মি. মোহাম্মদ ২০১৮ সালের নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-২ আসন থেকে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রিহাব)

ভয়েস অফ আমেরিকা

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও যুক্তরাষ্ট্রের গেটি ইমেজের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংক্রান্ত ফুটেজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভিজ্যুয়াল মিডিয়া সংস্থা গেটি ইমেজের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় গত ৫ এপ্রিল নিউ ইয়র্কে গেটি ইমেজ অফিসে এ সমঝোতা স্মারক সই হয়। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পের পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল এবং গেটি ইমেজের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের এশিয়া প্যাসিফিক টিভি অ্যান্ড সেলস ডিরেক্টর অ্যারান বার্চেনো সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময়, ওয়াশিংটন ডিসির বাংলাদেশ দূতাবাস এবং নিউ ইয়র্কের জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক সইয়ের আগে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার গেটি ইমেজেরে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, বিশেষ করে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার পরপর বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে এ বিষয়ে সংবাদ প্রচার হয়। এছাড়া, মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম নানা ছবি ও সংবাদ প্রকাশ করে। এ সমঝোতা স্মারকের আওতায়, গেটি ইমেজ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে এসব অমূল্য দলিল সংগ্রহ ও সংরক্ষণের বিষয়ে সহযোগিতা করবে। এর ফলে, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার সক্ষমতা অর্জন করবে।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

শেখ হাসিনা : 'বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে'

বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। সোমবার (৮ এপ্রিল) ঢাকা সফররত ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা ও তার প্রতিনিধিদলের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এই সম্ভাবনার কথা বলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। পরে, সাংবাদিকদের এ বিষয়ে অবহিত করেন প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম। "দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ রয়েছে;" বলেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ থেকে সরাসরি তৈরি পোশাক পণ্য আমদানি বৃদ্ধির জন্য ব্রাজিলের সুযোগের কথা তুলে ধরেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী; জানান নজরুল ইসলাম।

স্পিচ রাইটার এম নজরুল ইসলাম আরো জানান যে মধ্যস্থতাকারীদের প্রয়োজনীয়তা দূর করে, এই প্রক্রিয়াকে আরো ব্যয়সাশ্রয়ী করে তোলা যায় বলে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা দুই দেশের মধ্যে বর্তমান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরো গভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ব্রাজিল থেকে প্রচুর পরিমাণ চিনি, সয়াবিন তেল এবং তুলা আমদানি করে বাংলাদেশ। বিপরীতে, ন্যূনতম পরিমাণ তৈরি পোশাক পণ্য রপ্তানি করে। ব্রাজিলের আমদানিতে বৈচিত্র্য আনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে উল্লেখ করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। শেখ হাসিনা বলেন, "ব্রাজিলের আমদানিতে বৈচিত্র্য আনার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। কেবল আরো বেশি তৈরি পোশাক পণ্য নয়; বরং ইম্পোর্ট-বাস্কেটে পাট, পাটজাত পণ্য, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ব্রাজিল।" মুক্তিযুদ্ধের পর পর, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি প্রদানকারী দক্ষিণ আমেরিকার প্রথম দেশ হিসেবে ব্রাজিলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের ওপর জোর দেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রাজিলের ফুটবলের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের ফুটবলের মান উন্নয়নে সহযোগিতা কামনা করেন। জি-২০ সম্মেলনে যোগদানের জন্য, শেখ হাসিনাকে পাঠানো ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসিও লুলা দা সিলভা'র আমন্ত্রণ পৌঁছে দেন মাউরো ভিয়েরা। গ্রুপ অফ ২০ (জি২০) শীর্ষ সম্মেলন আগামী ১২-১৪

জুলাই ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। ভিয়েরা গাজায় চলমান সংঘাতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের প্রশংসা করেন। ইসরাইলি আগ্রাসনকে গণহত্যা হিসেবে আখ্যা দিয়ে, বাংলাদেশের অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানান ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিয়েরা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির প্রশংসা করেন ভিয়েরা। তিনি বাংলাদেশের উন্নয়নের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে ব্রাজিলের আগ্রহের কথা জানান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাজিল জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি উপহার দেন ভিয়েরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বান্দরবানে কেএনএফ'র আরো ২ সদস্য গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের পার্বত্য জেলা বান্দরবানের রুমা থেকে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) আরো দুই সক্রিয় সদস্যকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।সোমবার (৮ এপ্রিল) রুমা উপজেলার বেথেলপাড়া থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে আইএসপিআরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এতে, বলা হয়, এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতটি বন্দুক, ২০ রাউন্ড গুলি, ল্যাপটপ ও ইউনিফর্ম উদ্ধার করা হয়। এর আগে, রবিবার (৭ এপ্রিল) বান্দরবান সদর উপজেলার সুলক এলাকার বাসা থেকে কেএনএফ-এর প্রধান সমন্বয়ক চেওসিম বমকে (৫৫) গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। র‍্যাব জানায়, কেএনএফ প্রধান নাথান বমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, সাংস্কৃতিক সংগঠনের আড়ালে সংগঠনটি গঠন করেছিলেন রোয়াল লিন বম ও চেওসিম বম।

বান্দরবানে নতুন সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট (কেএনএফ) ২০২২ সালের এপ্রিলে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কেএনএফের ঘোষণা ও বিভিন্ন সময়ে গণমাধ্যমের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্য অনুযায়ী, বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি জেলার অন্তত ছয়টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে তারা। এ সময় তারা ফেসবুকে রাঙামাটির বাঘাইছড়ি, বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি এবং বান্দরবানের রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, লামা ও আলীকদম উপজেলাগুলোর সমন্বয়ে পৃথক রাজ্যের দাবি করে। এদিকে, কেএনএফ পাহাড়ে তাদের আস্তানায় সমতলের নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়ার সদস্যদের সশস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়েছিল বলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতিপূর্বে গণমাধ্যমকে জানিয়েছিলো। সেই আস্তানায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ২০২৩ সালে অভিযান চালিয়ে জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারক্বীয়া ও কেএনএফের বেশ কয়েক সদস্যকে গ্রেপ্তার করে।

(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ও র‍্যাব

২০২১ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগে র‍্যাবের সাবেক ও বর্তমান সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট ও পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথকভাবে এই নিষেধাজ্ঞা দেয়। এই কর্মকর্তাদের মধ্যে র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক আইজি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক ও বাংলাদেশ পুলিশের বর্তমান আইজি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) খান মোহাম্মদ আজাদ, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) তোফায়েল মোস্তাফা সরোয়ার, সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. জাহাঙ্গীর আলম ও সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশনস) মো. আনোয়ার লতিফ খানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর পৃথক এক ঘোষণায় বেনজীর আহমেদ এবং র‍্যাব ৭–এর সাবেক অধিনায়ক মিফতাহ উদ্দীন আহমেদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগের প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), মাদক দ্রব্যের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য অভিযুক্ত। এতে বলা হয়েছে যে, তারা আইনের শাসন, মানবাধিকারের মর্যাদা ও মৌলিক স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। র‍্যাব হচ্ছে ২০04 সালে গঠিত একটি সম্মিলিত টাস্ক ফোর্স। তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অপরাধীদের কর্মকান্ড সম্পর্কে গোপন তথ্য সংগ্রহ এবং সরকারের নির্দেশে তদন্ত পরিচালনা করা। বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বাংলাদেশের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো বা এনজিওদের অভিযোগ হচ্ছে যে, র‍্যাব ও বাংলাদেশের অন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, ২০০৯ সাল থেকে ৬০০ ব্যক্তির গুম হয়ে যাওয়া এবং ২০১৮ সাল থেকে বিচার বহির্ভূত হত্যা ও নির্যাতনের জন্য দায়ী। কোনো কোনো প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, এই সব ঘটনার শিকার হচ্ছে বিরোধী দলের সদস্য, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীরা। (ভোয়া ওয়েব পেজ: ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

বুয়েট: স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি

ছাত্র রাজনীতি নিয়ে উদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম চালুর দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি। সোমবার (৮ এপ্রিল) এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়। বিবৃতিতে, বুয়েট শিক্ষার্থীদের কাছে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনের ইমেইল প্রেরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ বিষয়ে দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বুয়েট শিক্ষক সমিতি বিবৃতিতে বলেছে, "একটি শান্তিপূর্ণ, স্থিতিশীল ও নিষ্কলুষ ক্যাম্পাস আমাদের সবার কাম্য। সব অংশীজনের সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল আচরণের মাধ্যমে অচিরেই সে অবস্থা ফিরে আসবে বলে শিক্ষক সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

উল্লেখ্য, গত ২৯ মার্চ ছাত্র রাজনীতি নিয়ে বুয়েটে আন্দোলন শুরু হয়। পরে আন্দোলনের বিষয়টি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। উচ্চ আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়, বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি চলতে বাধা নেই। গত ২৮ মার্চ ছাত্রলীগের সভাপতি ক্যাম্পাসে প্রবেশ করলে, ছাত্রলীগ বুয়েট শাখা কমিটি গঠন করছে এমন তথ্য ছড়িয়ে পড়ে এবং উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়। এ সময় ছাত্রলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগে এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও তার সঙ্গে থাকা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করে বহিষ্কারের দাবি জানানো হয়।সেইসঙ্গে বুয়েটে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। এর পর আন্দোলনের বিষয়টি গড়ায় হাইকোর্ট পর্যন্ত। এছাড়া, ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ নেতাদের সমাগম ঘটানোর কারণে, বুয়েট-এর শিক্ষার্থী ইমতিয়াজ রাহিম রাব্বীর আবাসিক হলের সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (৮ এপ্রিল) উচ্চ আদালত এই আদেশ দেন।
(ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

মন্ত্রিসভার বৈঠকে শেখ হাসিনা : 'কিশোর অপরাধীদের সংশোধন করতে বিশেষ মনোযোগ দিন'

গতানুগতিক অপরাধীদের মতো না ভেবে, কিশোর গ্যাং সদস্যদের মোকাবেলা করতে বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাদের সংশোধনে পদক্ষেপ নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সোমবার (৮ এপ্রিল) মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক অনির্ধারিত আলোচনায় এ নির্দেশনা দেন তিনি। শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে, তার কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পরে, সচিবালয়ে এবিষয়ে সাংবাদিকদের অবহিত করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মাহবুব হোসেন।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, কিশোর গ্যাং মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রত্যেককে এই প্রক্রিয়ায় (গ্যাং মোকাবিলা করতে) জড়িত থাকতে বলা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "অন্যান্য অপরাধীদের মোকাবেলা করতে গতানুগতিক যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, সেরকম না ভেবে তাদের (কিশোর গ্যাং) ক্ষেত্রে আমাদের বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, কিশোর অপরাধীরা কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়লে, তাদের মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নির্দেশ দেন তিনি। কিশোর অপরাধীদের সংশোধন ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার সুযোগ রাখতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী, জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। কিশোর অপরাধীদের কারাগারে সাধারণ বন্দিদের সঙ্গে না রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এ বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে বলে জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। (ভোয়া ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

রেডিও তেহরান

বাংলাদেশে ব্যাংক ডাকাতিতে ব্যবহৃত গাড়িসহ কেএনএফের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার

বাংলাদেশের পার্বত্যজেলা বান্দরবানের থানচিতে ব্যাংক ডাকাতিতে ব্যবহৃত জিপগাড়িসহ পৃথক অভিযানে কেএনএফের চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ নিয়ে রুমা-থানচিতে কেএনএফ তাণ্ডবের ঘটনায় আটটি মামলায় সেনাবাহিনী-র‍্যাব-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযানে ৫ জনকে গ্রেফতার করা হলো। আজ (সোমবার) দুপুরে বান্দরবানের পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন জানান, গতরাতে থানচি থেকে একজন এবং রুমা থেকে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর আগে সদরের স্যারণপাড়া থেকে কেএনএফের প্রধান সমন্বয়ককে গ্রেফতার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী-র‍্যাব-পুলিশের পৃথক অভিযানে এ পর্যন্ত ৫ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। বান্দরবানের পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, গ্রেপ্তার হওয়া ৫ জনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা।
(রেডিও তেহরান : ২০৩০ ০৮.০৪.২০২৪ এলিনা, গাজী আবদুর রশীদ)

এনএইচকে

মুদ্রাস্ফীতির কারণে টানা ২৩ মাস ধরে জাপানের প্রকৃত পারিশ্রমিকের হ্রাস

জাপানে বেসরকারি খাতের কর্মীদের প্রকৃত পারিশ্রমিক ফেব্রুয়ারি মাসে টানা ২৩ মাসের মতো হ্রাস পেয়েছে, কারণ মুদ্রাস্ফীতি বেতন বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে চলেছে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের এক মাসিক জরিপে দেখা গেছে যে মূল্যস্ফীতি-সমন্বিত পারিশ্রমিক এক বছরের আগের তুলনায় ১.৩% কমেছে। কমপক্ষে পাঁচজন কর্মচারী রয়েছে এরকম ৩০ হাজারটিরও বেশি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর চালানো মাসিক জরিপ থেকে এই চিত্রটি উঠে এসেছে। অন্যদিকে, অতিরিক্ত সময়ের কাজের উপার্জন'সহ গড় নগদ আয় ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৬৫ ইয়েন বা প্রায় ১ হাজার ৮৬০ ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। ইয়েনের হিসেবে, এটি এ বছরে ১.৮% বৃদ্ধি। সেই নামমাত্র পারিশ্রমিক বৃদ্ধি টানা ২৬ মাস ধরে অব্যাহত রয়েছে, যা রেকর্ডে থাকা দীর্ঘতম টানা বৃদ্ধি। এদিকে, প্রকৃত পারিশ্রমিকও কখন বাড়বে তা দেখার জন্য নজর রাখছেন শ্রম মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা, কারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে ইউনিয়নগুলোর সাথে বার্ষিক বসন্তকালীন আলোচনায় বড় ধরনের বৃদ্ধির প্রস্তাব দিয়েছে। (এনএইচকে ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

দেশব্যাপী কালবৈশাখীর আঘাতে ১১ জনের মৃত্যু

কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতে ছয় জেলায় রোববার অন্তত ১১ জন নিহত ও দুজন নিখোঁজ হয়েছেন। এর মধ্যে পটুয়াখালীর বাউফলে তিন জন, ঝালকাঠিতে তিন জন, বাগেরহাটে একজন, পিরোজপুরে দুইজন, নেত্রকোণায় একজন ও খুলনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া বাউফলে নিখোঁজ রয়েছেন একজন। পটুয়াখালীর বাউফলে কালবৈশাখী ঝড়ে তিনজন মারা গেছেন। এ ছাড়াও তেতুলিয়া নদীতে নিখোঁজ রয়েছে এক জেলে, বিধ্বস্ত হয়েছে শতাধিক ঘরবাড়ি। বজ্রপাতে ১০টি গরুও মারা গেছে। গাছপালা উপড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। বাউফলের নাজিরপুর গ্রামের জহির সিকদারের কিশোর ছেলে মোহাম্মদ রাতুল শিকদার (১৫) বজ্রপাতে ও দাসপাড়া ইউনিয়নের চর আলগি এলাকার বৃদ্ধ সাফিয়া বেগম (৮০) গাছ চাপা পড়ে মারা যান। ঝালকাঠিতে রোববার সকালে বজ্রপাতে এক স্কুলছাত্রীসহ তিনজন নারী মারা গেছেন। নিহতরা হলেন ঝালকাঠির কাঁঠালিয়া উপজেলার উত্তর তালগাছিয়া গ্রামের হেলেনা বেগম (৪০), শেখেরহাট গ্রামের মিনারা বেগম (৩৫) এবং পোনাবালিয়া গ্রামের মাহিয়া আক্তার এসানা (১১)। পার্শ্ববর্তী বাগেরহাট জেলাতেও কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের সময় গরু আনতে গিয়ে বজ্রপাতে কচুয়া উপজেলা চরসোনাকুড় গ্রামে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া বাগেরহাট শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বিলবোর্ড ভেঙে যাত্রীবাহী বাসের চালকসহ তিন জন গুরুতর আহত হয়েছে।

রোববার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে ঝড়ে শরণখোলা, মোড়েলগঞ্জ, রামপাল, কচুয়া ও বাগেরহাট সদর উপজেলায় বহু গাছ উপড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিধ্বস্ত হয়েছে কয়েকশ কাঁচা ও আধা পাকা বাড়ি। ঝড়ে গাছ পড়ে ও বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পুরো জেলা বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বাগেরহাট জেলা প্রশাসক মো. খালিদ হোসেন ডেইলি স্টারকে জানিয়েছেন, কালবৈশাখী ঝড়ে জেলা সদরসহ অন্যান্য উপজেলাগুলোতে গাছপালা উপড়ে পড়ার পাশাপাশি কিছু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তিন মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

একই সময় পিরোজপুরে হঠাৎ ঝড়ে দুইজন নিহত ও বেশ কয়েকজন শিশুসহ ১৪ জন আহত হয়েছেন। মাত্র ১৫ মিনিট স্থায়ী এ ঝড়ে প্রায় একশ ঘরবাড়ি ও কয়েক হাজার গাছপালা উপড়ে গেছে। নিহত রুবি বেগম (২২) উপজেলার দক্ষিণ মারিচল গ্রামের মিরাজ সরদারের স্ত্রী। এছাড়া, শারিকতলা ডুমুরিতলা ইউনিয়নের বৃদ্ধ অনিল পাল (৮২) সকালে ঘর থেকে বের হয়ে বৈশাখী ঝড়ের মধ্যে পড়েন। পরে পাশের নলবুনিয়া খাল থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। খুলনায় বজ্রপাতে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। মারা যাওয়া ওবায়দুল্লাহ গাজীর (৩৫) বাড়ি ডুমুরিয়া উপজেলার কোমলপুর গ্রামে। গুটুদিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ তুহিনুল ইসলাম তুহিন ডেইলি স্টারকে জানান, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বজ্রপাতের সময় ওবায়দুল তার ঘরে ছিলেন। ঘরের চাল ভেদ করে বজ্রপাতের আঘাতে তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সময় তার একটি গরুও মারা যায়। এছাড়াও নেত্রকোনার খালিয়াজুরী উপজেলায় বজ্রপাতে এক কৃষক মারা গেছেন। মৃত শহিদ মিয়া উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সকালে মাঠে কাজ করার সময় বজ্রপাত হলে আঘাতে তিনি মারা যান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রিহাব)

ইদের ছুটিতে নিরাপত্তা ও নগরবাসীর করণীয়

ইদের ছুটিতে রাজধানী ঢাকা অনেকটাই ফাঁকা হয়ে যায়। আর এবার ছুটি লম্বা হওয়ায় আরো বেশি মানুষ ঢাকা ছাড়বেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এই ছুটির সময় ফাঁকা ঢাকায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইসহ নানা অপরাধ বেড়ে যায়। তাই নগরবাসীকে পুলিশের পক্ষ থেকে এবার ১৪টি পরামর্শ দেয়া হয়েছে। আর পুলিশও বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে বলে জানিয়েছে। গত কোরবানির ঈদের চার দিনে ঢাকার ৫০টি থানায় চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে একশরও বেশি। এর মধ্যে ফার্মগেট এলাকায় ছিনতাইকারীদের ছুরিকাঘাতে এক পুলিশ কনস্টেবলও নিহত হয়েছেন। আর বাড্ডা এলাকায় দিনের বেলা একটি বাসার পাঁচজনকে হাত পা বেঁধে ডাকাতির ঘটনা ঘটে ওই ছুটির মধ্যেই। ডাকাতরা নগদ ১১ লাখ ৩০ ভরি স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়।

ইদের ছুটিতে দোকানপাট, মার্কেট বিশেষ করে স্বর্ণের দোকানগুলো ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বাজুস) সহ-সভাপতি এবং "অলংকার নিকেতনের" মালিক এম এ হান্নান আজাদ বলেন, " যাদের বড় মার্কেটে স্বর্ণের দোকান তাদের নিরাপত্তা নিয়ে তেমন উদ্বেগ নাই। কারণ সেখানে নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে। পুরো মার্কেট সিসি ক্যামেরার আওতায়। নিরাপত্তা প্রহরীরাও প্রশিক্ষিত। আর যাদের দোকান ছোট মার্কেটে বা আলাদা তাদের নিরাপত্তা ঝুঁকি বেশি। ওই সব দোকানেই ঈদের সময় চুরি ডাকাতি হয়। অনেক সময় সিকিউরিটি গার্ডরাও এর সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আমাদের দাবি ছুটির সময় যেন মার্কেট এলাকায় পুলিশের টহল বাড়ানো হয়। বিশেষ করে রাতে এই টহল বেশি হওয়া জরুরি। আর যেসব এলকা একটু বেশি ফাঁকা সেখানে টহল বেশি রাখা দরকার," বলে তিনি। একইরকম দাবি করেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মো. হেলালউদ্দিন। তিনি বলেন, "দোকানগুলোর ৮০-৮৫ ভাগই এখন সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করে। মার্কেটগুলোও সিসি ক্যামেরার আওতায় রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হলো

কোথাও কোথাও সিকিউরিটি গার্ডরাই অপরাধে জড়িয়ে পড়েন। তখন কিছু করার থাকে না।" তিনি বলেন, "আমরা এবার সিকিউরিটি গার্ডদের ছুটি না দেয়ার জন্য বলেছি। ঈদের ছুটির পর তাদের পর্যায়ক্রমে ছুটি দেয়া হবে।"

এদিকে মিরপুরের গৃহিনী জেসমিন লিপি বলেন, "চোর চক্র কৌশল পাল্টিয়েছে। তারা তাদের দলের নারী সদস্যদের ব্যবহার করছে। তারা সঙ্গে শিশুদের নিয়ে এমনভাবে যায় যে তারা কোনো বাসায় বেড়াতে এসেছে। এভাবে কৌশলে তারা ফ্ল্যাটে ঢুকে চুরি করে। আবার কোনো ফ্ল্যাটে দুইজন দারোয়ান থাকলে একজন ছুটিতে থাকে তখন সুযোগ বুঝে চোর দিনের বেলাতেই ঢুকে পড়ে।" আর আলাদা বা ছোট বাড়িতে গ্রিলকাটা চোর বা ডাকাতরা সুযোগ নেয় বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, "এই সময়ে ফাঁকা ঢাকায় ছিনতাইকারী ও প্রতারক চক্র বেড়ে যায়। রাস্তার পাশে অসুস্থতার ভান করে কেউ শুয়ে থাকেন। আপনি সহায়তা করতে গেলেই বিপদে পড়ার আশঙ্কা আছে। আপনাকে চেতনানাশক দিয়ে প্রতারক সব কিছু কেড়ে নিতে পারে ।"

ঢাকার তিনটি এলাকাকে বেশি অপরাধপ্রবণ বলে বিবেচনা করা হয়। এই তিনটি এলাকা হলো মিরপুর, রমনা এবং তেজগাঁও। ২০২৩ সালের জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) আটটি বিভাগে চুরির মামলা হয়েছে এক হাজার ৭৮৬টি, ডাকাতি ৩৭টি, দস্যুতা ২৫০টি, খুন ১৮০টি ও অপহরণের ৭৭টি মামলা হয়েছে। আর ১৭৪টি ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে। এই সময়ে পুলিশের তেজগাঁ বিভাগে সবচেয়ে বেশি ৩৯২টি চুরির মামলা হয়েছে। ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে ৭১টি। ডাকাতি-দস্যুতার মামলা হয়েছে ৭৭টি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৮০টি চুরির মামলা হয়েছে রমনা বিভাগে। ওই বিভাগে ডাকাতি ও দস্যুতার ৩২টি এবং ছিনতাইয়ের ১৪টি মামলা হয়েছে। মিরপুর বিভাগে ছিনতাইয়ের মামলা হয়েছে ২৬টি, যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। ডাকাতি ও দস্যুতার ২৩টি, চুরির ১৯৪টি, খুনের ২১টি ও অপহরণের আটটি মামলা হয়েছে। এইসব এলাকায় পুলিশ এবার ছুটিতে বিশেষ নজর রাখবে বলে জানিয়েছে।

ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার খ. মহিদ উদ্দিন জানান, " ঈদের ছুটিতে বিশেষ নিরাপত্তা পরিকল্পনা আছে। আর নগরবাসীকেও আমরা ১৪ ধরনের পরামর্শ দিয়েছি। আমরা বাড়তি টহল, চেকপোস্ট, নজরদারি ছুটির মধ্যে এগুলো বাড়াব। আর নগরবাসীকেও তাদের বাসাবাড়ি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। আমরা ফাঁকা ঢাকায় মটরসাইকেল সহ যানবাহনের গতিও নিয়ন্ত্রণে রাখব।" ডিএমপির পরামর্শের মধ্যে আছে-নগদ টাকা কিংবা স্বর্ণালংকার ব্যাংক কিংবা নিকটাত্মীয়দের কাছে নিরাপদে রাখা। রাতে কিংবা দিনে একসঙ্গে মুখে মাস্ক এবং মাথায় ক্যাপ পরিহিত অপরিচিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গতিবিধি নজরদারি করতে হবে।

গ্যাস সিলিন্ডার অথবা গ্যাসের লাইন, পানির লাইন, সব ধরনের লাইট, ফ্যানের সুইচ, বৈদ্যুতিক প্লাগ বন্ধ করে রাখা। বাসা বাড়িতে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ছুটি শেষে বাড়ি থেকে ফিরে দরজা জানালা খুলে ঘরে জমে থাকা গ্যাস বের করার পর গ্যাসের চুলা জ্বালানো কিংবা বৈদ্যুতিক সুইচ চালু করা। চুরি প্রতিরোধে বাসা-বাড়িতে সিসি ক্যামেরা বসানোসহ আগের বসানো সিসি ক্যামেরা সচল রাখা। বাসার চারপাশে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা রাখা। প্রয়োজনে ৯৯৯ কল করে জানানো। মোটরসাইকেল চুরি রোধে এলার্ম লাগাতে হবে। খ. মহিদ উদ্দিন বলেন, "সব পরামর্শ পুলিশের আওতায় পড়ে না। তবু সার্বিক নিরাপত্তার কথা ভেবে আমরা পরামর্শ দিয়েছি। আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি। কথা বলেছি বিভিন্ন হাউজিং সোসাইটির কর্মকর্তাদের সঙ্গে। প্রত্যেক জোনের ডিসি এবং ওসিরা এই দায়িত্ব পালন করেছেন। আর স্বর্ণের দোকানের নিরাপত্তার জন্য বাজুসের সঙ্গে আলাদা বৈঠক করেছি। আমাদের পরামর্শ হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে আইপি সিসি ক্যামেরা লাগানো। সেটা করলে আপনি বিদেশে গেলেও সেখান থেকে মনিটরিং করতে পারবেন। আর বাসায় যদি কাউকে রেখে যান এবং নিরাপত্তা কর্মীদের সঠিক পরিচয় নিশ্চিত হবেন।" তিনি জানান,"ঢাকার প্রবেশ পথ ছাড়াও নির্জন এলাকায় বাড়তি চেকপোস্ট থাকবে। আর টহল বাড়ানো হবে নির্জন ঢাকায় চুরি ও ছিনতাই রোধে।" প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতির ধারণা এবার ঈদে ঢাকা এবং ঢাকার আশপাশের এলাকা থেকে এক কোটি ৬০ লাখ মানুষ ঢাকার বাইরে যাবেন। এরমধ্যে রাজধানী থেকেই ঢাকা ছাড়বেন এক কোটি মানুষ। তাদের হিসাবে গত ঈদে রাজধানী এবং আশপাশ এলাকা থেকে এক কোটি ২০ লাখ মানুষ ঢাকা ছেড়েছেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ রিহাব)

রেডিও টুডে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সৌজন্য সাক্ষাৎ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ সফরে থাকা ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মাউরো ভিয়েরার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধির দল। এ সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ব্রাজিলের একটি জার্সি উপহার দিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও তার দলের প্রতীক নৌকা উপহার দেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে। এ সময় প্রধানমন্ত্রী লাতিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে বাংলাদেশের পণ্যের বাজার প্রসার এবং দু'দেশের সম্পর্ক উন্নয়নে ব্রাজিলের সহযোগিতা কামনা করেন। ব্রাজিলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আগামী জুলাইয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার দেশ সফরে আমন্ত্রণ জানান। ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভুয়শী প্রশংসা করেন। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

বান্দরবানের থানচিতে পৃথক অভিযানে কেএনএফ এর চার সদস্য গ্রেফতার

বান্দরবানের থানচিতে পৃথক অভিযানে বিচ্ছিন্নতাবাদী সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফ এর ৪ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ সময় ব্যাংক ডাকাতিতে ব্যবহৃত একটি জিপ গাড়িও জব্দ করা হয়েছে। বান্দরবানের পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন সোমবার সংবাদ মাধ্যমকে এই তথ্য জানান। তবে গ্রেপ্তারকৃতদের নাম পরিচয় প্রকাশ করেননি তিনি। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত জানানো হবে বলেও জানান তিনি। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

আসন্ন ইদুলফিতরকে কেন্দ্র করে ট্রেনে নাশকতার কোন আশঙ্কা নেই : র‌্যাব

আসন্ন ইদুলফিতর উপলক্ষ্যে ইদ যাত্রা কে কেন্দ্র করে ট্রেনে নাশকতা বা সহিংসতার কোন তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন র‌্যাবের লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল-মইন। সোমবার সকাল ৯ টায় ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনে সাংবাদিকদের তিনি ঐ কথা বলেন। তিনি বলেন যাত্রী নিরাপত্তায় সাদা পোশাকের পাশাপাশি র‌্যাবের সাইবার টিম কাজ করছে। এছাড়া গোয়েন্দা টিমের নজরদারিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। বলেন ট্রেনের টিকিট কালোবাজারির অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ সময় ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত না করারও আহ্বান জানান কমান্ডার আল মইন। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

ইদ উপলক্ষ্যে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে যানবাহনের চাপ বাড়লেও নেই যানজট

মহাসড়কে ইদ যাত্রার চতুর্থ দিনে ঢাকা-টাঙ্গাইল বঙ্গবন্ধু সেতু মহাসড়কে উত্তরের যাত্রায় বেড়েছে যানবাহনের চাপ। দূরপাল্লার গণপরিবহনের পাশাপাশি মোটরসাইকেল ও ব্যক্তিগত যানবাহন বেড়েছে। গণপরিবহন সংকটে খোলা ট্রাক, বাস ও পিকআপ ভ্যানে করে জীবনে ঝুঁকি নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছেছেন অনেকেই। সোমবার সকালে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার সরকার মো. কায়সার বলেন মহাসড়কে গত দুদিনের তুলনায় আজ যানবাহনের চাপ অনেকটাই বেড়েছে তবে কোথাও কোন যানজটের সৃষ্টি হয়নি। গত ২৪ ঘন্টায় বঙ্গবন্ধু সেতু দিয়ে ২৯.৭৮০টি যানবাহন পারাপার হয়েছে বলে যা থেকে টোল আদায় হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি টাকা। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

ইদুলফিতর কবে অনুষ্ঠিত হবে তা জানা যাবে আগামীকাল মঙ্গলবার

পবিত্র ইদুলফিতর বুধবার না বৃহস্পতিবার তা জানা যাবে আগামীকাল মঙ্গলবার। আগামীকাল সন্ধ্যায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে ইদুলফিতরের তারিখ নির্ধারণের সভা করবে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সহকারি জনসংযোগ কর্মকর্তা সায়লা শারমিনের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। (রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

বিশ্বে দূষিত বায়ুর মানের তালিকায় ঢাকা আজ চতুর্থ অবস্থানে

পরিবারের সঙ্গে ইদুলফিতর উদযাপন ও উৎসবমুখর পুনর্মিলনের লক্ষ্যে রাজধানীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাসিন্দা ঢাকা ছেড়ে গেলেও বায়ুর গুণগত মান আশঙ্কাজনক ভাবে খারাপ রয়ে গেছে। সোমবার সকাল ৯ টায় একিউআই স্কোর **১৬৩** নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ বাতাসের শহরের তালিকায় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে ঢাকা।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

থানায় হামলার ঘটনায় বগুড়ার শাহজাহানপুর উপজেলার স্বেচ্ছাসেবকলীগ নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি

বগুড়ার শাহজাহানপুর থানায় হামলা চালিয়ে আসামি ছিনতাই চেষ্টার ঘটনায় উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান নুরুকে দল থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের দপ্তর সম্পাদক মশিউর রহমান মামুন স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে এক মাদক মামলার আসামিকে ছিনিয়ে নিতে ধারালো অস্ত্রসহ দলবলসহ থানায় হামলা চালায় ওই স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা।
(রেডিও টুডে : ১৩৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

দেশে কিশোর গ্যাং মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ নির্দেশনা

দেশে কিশোরগ্যাং মোকাবেলায় স্বরাষ্ট্র ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রনালয়কে বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নির্দেশনা দেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে বৈঠক শেষে সচিবালায়ে মন্ত্রী পরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন দেশের কিশোর গ্যাং নিয়ন্ত্রণে অভিভাবক ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে তাদেরকে সংশোধনের পরিবেশ তৈরি করার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন কিশোর গ্যাং মোকাবেলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা দিয়ে এক্ষেত্রে সকলকে যুক্ত হতে বলেছেন। প্রথাগতভাবে যেভাবে অন্য অপরাধীদের দেখভাল করা হয় কিশোর গ্যাং এর ক্ষেত্রে একটু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিতে বলেছেন। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদ সচিব আরো জানান আজকের বৈঠকে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় লজিস্টিকস নীতি-২০২৪ এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

এবার জাতীয় ইদগাহে ইদের প্রধান জামায়াত সকাল সাড়ে আটটায়

এবারে জাতীয় ইদগাহে ইদের প্রধান জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে আটটায়। এছাড়া ইদের প্রধান জামায়াতের সকল আয়োজন এরই মধ্যে সম্পন্ন করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি। আজ সোমবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি

কর্পোরেশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় আবহাওয়া প্রতিকূল বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে এ জামায়াত করা সম্ভব না হলে সকাল ৯ টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ইদের প্রধান জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে। ২৫ হাজার ৪০০ বর্গমিটার আয়তনের প্যান্ডেলে একসাথে ৩৫ হাজার মুসল্লী ইদের জামায়াত আদায় করবেন। এছাড়াও অনেক মুসল্লি ওই প্যান্ডেলের বাইরে ইদের জামায়াত আদায় করে থাকেন। এবারের ঈদ জামায়াতে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মো. রুহুল আমিন ইমাম এবং বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মুয়াজ্জিন ক্বারী মো. হাবিবুর রহমান ক্বারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
(রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

বুয়েটে ছাত্রলীগ নেতা রাব্বির হলের সিট বাতিলের সিদ্ধান্তকে অবৈধ ঘোষণা

বুয়েটের প্রকৌশলী বিভাগের ছাত্র ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা ইমতিয়াজ হোসেন রাব্বির হলের সিট বাতিলের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। এছাড়া এই সিদ্ধান্ত কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি মো. খসরুজ্জামান ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সরোয়ার কাজলের হাইকোর্টে এই আদেশ দিয়েছেন। বুয়েটের ভিসিসহ সংশ্লিষ্টদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। একই সাথে আদালত বলছেন এই বিষয়ে বুয়েটের গঠিত তদন্ত কমিটির তদন্ত চলমান থাকবে। শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ইমতিয়াজ হোসেন রাব্বির হলের সিট বাতিল করেছিল বুয়েট কর্তৃপক্ষ। এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। (রেডিও টুডে : ১৮৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ আসাদ)

সৌদি আরবের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি, দেশটিতে ইদুলফিতর আগামী বুধবার

সৌদি আরবের আকাশে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা যায়নি। মঙ্গলবার নয় বুধবার দেশটিতে ইদুলফিতর উদযাপিত হবে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে সবচেয়ে বড় দুই মসজিদ কাবা ও মসজিদে নববী রক্ষণাবেক্ষণ কর্তৃপক্ষের দাপ্তরিক ফেসবুক পেইজে হাসাইদা হারমাইনের সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত নয়টা ১৭ মিনিটে দেয়া এক পোস্টে এ তথ্য নিশ্চত করা হয়েছে। সোমবার সৌদিতে চাঁদ দেখা না যাওয়ার অর্থ দেশটিতে ইদুলফিতর উদযাপিত হবে আগামী পরশু বুধবার। সেই হিসাবে বাংলাদেশসহ ভারত ও পাকিস্তানে ইদ হবে তার পরের দিন বৃহস্পতিবার।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ০৭.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

দেশের কোথাও কোন তাপ প্রবাহ নেই বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর

দেশের কোথাও কোন তাপ ও প্রবাহ নেই বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। তাপপ্রবাহ না থাকলেও আগামী ২৪ ঘন্টায় দেশের সাধ বিভাগের বৃষ্টির আভাস দিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবীদ মোহাম্মদ হাফিজুর রহমানের দেয়া আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্যটি দেয়া হয়। আবহাওয়াবিদ জানায় আগামী ২৪ ঘন্টায় রাজশাহী ঢাকা ময়মনসিংহ খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে দু এক জায়গায় অস্থায়ী দমকা হাওয়া সহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশ সহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এর ফলে সারা দেশের দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
(রেডিও টুডে : ২১৪৫ ঘ. ০৮.০৪.২০২৪ রুবাইয়া)

জাগো এফএম

কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ওপর জোর দেওয়ার বিশেষ নির্দেশনা প্রধানমন্ত্রীর

কিশোর অপরাধীদের সংশোধনের ওপর জোর দেওয়ার বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার, ৮ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'কিশোর গ্যাং মোকাবিলার জন্য প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সবাইকে যুক্ত হতে বলেছেন। প্রথাগতভাবে যেভাবে অন্য অপরাধীদের হ্যান্ডেল করি, কিশোর গ্যাং-এর ক্ষেত্রে একটু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দিতে বলেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দিয়েছেন। কিশোররা কোনো অপরাধে জড়িয়ে পড়লেও তাদের যেন দীর্ঘমেয়াদে অপরাধী বানিয়ে না ফেলা হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।' তিনি বলেন, 'তাদের সংশোধনের জন্য যেন সুযোগ রাখা হয়। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাদের নিয়োজিত করার যেন সুযোগ রাখা হয়। জেলখানায় যখন রাখা হয় তখন তাদের যাতে অন্য আসামিদের সঙ্গে রাখা না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশনা দিয়েছেন।

এ বিষয়ে প্রকল্প নেওয়ার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে এরই মধ্যে নির্দেশনা দিয়েছেন। দেশে এখন তিনটি সংশোধানাগার আছে জানিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'এগুলো এখন ওভারলোডেড। এর সংখ্যা বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সংশোধানাগারে আরো সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে বলেছেন, যাতে তারা সংশোধন হতে পারে।' মাহবুব হোসেন বলেন, 'সমাজে, রাষ্ট্রে তারা যেন তাদের প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারে, সেভাবে যেন আমরা তাদের সংশোধন করি। কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা রাখতে বলেছেন। অভিভাবক, শিক্ষক ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করতে বলেছেন।' কিশোর অপরাধীর সংখ্যা তো অনেক বেড়ে গেছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'আইন স্বাভাবিক গতিতে চলবে। যখন কিশোর অপরাধীদের হ্যান্ডেল করবো তখন তাকে যেনো তাকে আরো

অপরাধী না বানাই। তাকে যেন সংশোধন হওয়ার পরিবেশ দেওয়া হয়। জেলে থাকলেও যেন ভালো নাগরিক হয়ে বের হয়ে আসতে পারে, সে নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, 'সংশোধনের সুযোগটা যাতে তারা পান। কিশোর অপরাধীদের হ্যান্ডেল করার সময় মনে রাখতে হবে তারা ভবিষ্যতের নাগরিক। অন্য অপরাধীদের সঙ্গে তাদের যেনো না রাখি। প্রধানমন্ত্রী বিশেষ কাউন্সেলিং ও প্রশিক্ষণের মধ্যে রাখতে বলেছেন।'
(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ব্রাজিলকে সরাসরি তৈরি পোশাক নেওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বাংলাদেশ থেকে সরাসরি তৈরি পোশাক নিতে ব্রাজিলকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সোমবার ৮ই এপ্রিল সকালে গণভবনে সফররত ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিনি এ আহ্বান জানান। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর স্পিচ রাইটার মোঃ নজরুল ইসলাম সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন,' তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে বাংলাদেশ সীমিত আকারে তৈরি পোশাক রফতানি করছে। ব্রাজিল যদি বাংলাদেশ থেকে সরাসরি তৈরি পোশাক আমদানি করে সেটা তাদের জন্য আরো সাশ্রয়ী হবে।' তিনি বলেন, 'দুই দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্কে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধির অনেক সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি পণ্য বিশেষ করে পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য আমদানি করতে ব্রাজিলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। আসন্ন জি টুয়েন্টি সম্মেলনে অংশ নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দ্যা সিলভা। ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা দেশটির প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণপত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করেন। প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ব্রাজিল সফরে সম্মত হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ব্রাজিল তার আর্থ-সমাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায়।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশ এবং ব্রাজিল উভয় দেশই ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ইস্যুতে একই পদক্ষেপ গ্রহণ করে।' বৈঠকে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূমিকার প্রশংসা করেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি বাহিনী যে নৃশংসতা চালাচ্ছে সেটা গণহত্যা।' বাংলাদেশের ফুটবলের উন্নয়নে ব্রাজিলের সহায়তা চান প্রধানমন্ত্রী। সাক্ষাতকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নাম সংবলিত ব্রাজিলের একটি জার্সি প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সাক্ষাতকালে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব তোফাজ্জল হোসেন, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ব্যয় কমিয়ে পণ্যের অবাধ চলাচল নিশ্চিতে হচ্ছে লজিস্টিকস নীতিমালা

ব্যয় কমিয়ে আমদানি-রফতানি এবং স্থানীয় পণ্যের সহজ ও অবাধ চলাচল নিশ্চিত করতে জাতীয় লজিস্টিকস নীতিমালা, ২০২৪ এর খসড়া অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সোমবার, ৮ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠক শেষে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন বলেন, 'লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা নিয়ে এর আগে বাংলাদেশে কোনো নীতিমালা হয়নি। অনেকদিন থেকে এটা নিয়ে দাবি ছিল। আমদানি ও রফতানি বাণিজ্যে লজিস্টিকস সাপোর্টের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট ব্যয়ের একটা বড় অংশ এখানে আছে।' এ নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, 'নির্ধারিত সময় বা স্বল্পতম সময়ে স্বল্পতম ব্যয়ে স্মুথলি যেনো পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থাটা নিশ্চিত হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এবং কী কার্যক্রম গ্রহণ করলে এই সার্ভিসটা দেওয়া সম্ভব হবে, সে সংক্রান্ত একটি দিক-নির্দেশনা এ নীতিমালায় আছে। তিনি বলেন, 'নীতিমালা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কাউন্সিল গঠন করা হবে। কাউন্সিল সামগ্রিক দিকনির্দেশনা দেবে। এছাড়া মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি সমন্বয় কমিটি থাকবে।' উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, 'রফতানি পণ্য উৎপাদন স্থান থেকে ক্রেতার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রাটি যেনো বাধাহীন হয়, সেজন্য কী সহায়তা করা যায়, সেটার জন্য নীতিমালা করা হয়েছে। আগে এটি ছিল না, এটি প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে করা হলো।'

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো বলেন, 'লজিস্টিকসের কিছু অবকাঠামো খাত আছে। আমাদের যোগাযোগের যে অবকাঠামো আছে, সেখানে আমরা সড়ক নির্ভর হয়ে গেছি। সামনে রেল ও নৌপথ নির্ভরতা বাড়াতে যা যা করণীয় তা করা হবে।' তিনি বলেন, 'এছাড়া জিপিএস ট্র্যাকিং ও কানেক্টিভিটি হাব, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একটি কানেক্টিভিটি হাব হবে। সেখানে পণ্য সরবরাহের জন্য ওয়ারহাউজ ও পণ্য যেনো পঁচে না যায়, সে ব্যবস্থা করা হবে। নীতিমালায় রফতানিকে মুখ্য ধরা হয়েছে এবং স্থানীয় বাজারের কথাও বলা হচ্ছে।

পণ্যের অবাধ যাতায়াতের জন্য যেসব অবকাঠামো দরকার সে বিষয়ে নীতিমালায় বলা আছে।' মাহবুব হোসেন বলেন, 'এ সংক্রান্ত সব নীতিমালা পরীক্ষা করে তা ব্যবসাবান্ধব করতে বলা হয়েছে। কোন সেবা ব্যক্তিখাতে আসবে, কোনটা পিপিপি হবে, কোনটায় সরকার বিনিয়োগ করবে, সে তালিকাও রয়েছে। মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি বড় খাত, আমরা দেখেছি এখানে ১০৬ ধরনের পেশার কথা হয়েছে, সেখানে ৫২ ক্যাটাগরিতে প্রশিক্ষণও রয়েছে। সর্বনিম্ন কত ঘণ্টার প্রশিক্ষণ হবে, তারও একটা বিধানের কথা রয়েছে। তিনি বলেন, 'লজিস্টিকস ব্যবস্থাপনা পরিবেশবান্ধব করতে বলা হয়েছে। আমরা যেন টেকসই দৃষ্টিকোণ থেকে এটা করি। আর লজিস্টিকস খাতে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার বিষয়টি

আন্তর্জাতিক মানের হতে হবে। কারণ, আমাদের রফতানি করতে হবে। রফতানি করার ক্ষেত্রে তারা সাংঘাতিকভাবে এগুলো যাচাই-বাছাই করে।' লজিস্টিকস খাতের কোন কোন সেবা পিপিপি, কোন কোন সেবা সরকারি আর কোন কোন সেবা বেসরকারি বিনিয়োগের মাধ্যমে হবে, সেটা নীতিমালায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

২১টি সেবা উপখাতকে চিহ্নিত করে কোন খাতে কারা কাজ করবেন সেটিও নীতিমালায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব। তিনি বলেন, 'লজিস্টিকস চ্যানেলের ক্ষেত্রে কোথাও কোনো বাধার সৃষ্টি করা যাবে না। পণ্যের চলাচলটা যেনো অবাধ হয় অর্থাৎ লজিস্টিকস খরচ কমাতে হবে। লজিস্টিকসের ক্ষেত্রে আমি যদি খরচ কমাতে পারি তাহলে রফতানির ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ খরচ কমে যাবে। আর এটা করতে যা যা করা দরকার, সেই সহায়তা দেওয়া হবে। খরচ কমিয়ে সময় মতো সেবা দেওয়ার জন্যই নীতিমালাটি করা হয়েছে।' মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, '২০২৬ সালে এলডিসিতে উত্তরণের পর থেকে আন্তর্জাতিকভাবে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে বাংলাদেশ। এখানে যারা উৎপাদনে আছেন, যারা রফতানি করেন তাদের যেনো নানাভাবে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি, যেনো চ্যালেঞ্জটা তারা নিতে পারেন। সেটার অংশ হিসেবেই এ নীতিমালাটি হচ্ছে। মাহবুব হোসেন আরো বলেন, 'মন্ত্রিসভা বলেছে এ নীতিমালাটি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এ কারণেই তারা এ নীতিমালা করছেন।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

বিবৃতি দিয়ে বিএনপি নেতাদের বক্তব্যের নিন্দা জানালেন সেতুমন্ত্রী

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এক বিবৃতিতে বিএনপি নেতাদের মিথ্যাচার ও দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিবৃতিতে ওবায়দুল কাদের বলেন, 'বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে বাংলাদেশ স্বপ্নের পথে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কাল রাতে মানবসভ্যতার ইতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা হয়েছিল। একইভাবে ৩রা নভেম্বর জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছিল। সেদিন কোথায় ছিল গণতন্ত্র? কোথায় ছিল মানবাধিকার? ১৯৭৫-এর নৃশংসতম হত্যাকাণ্ডের পর খুনি জিয়ার হাতে জন্ম নেওয়া বিএনপি যখন গণতন্ত্রের কথা বলে, মানবাধিকারের কথা বলে, ইতিহাস তখন বিদ্রুপের হাসি হাসে।'

বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রহসনের নির্বাচন করেছিল। নির্বাচনে কারচুপি করে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারায় আজিজ মার্কা নির্বাচন কমিশন গঠন এবং ১ কোটি ২৩ লাখ ভুয়া ভোটার সৃষ্টি করেছিল। অপারেশন ক্লিনহার্টের নামে তখন বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতনের ভয়াবহ নজির স্থাপন করা হয়েছিল। ২০০১ পরবর্তী সময়কালে বিএনপি-জামায়াত জোট শাসনামলে ২১ হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়েছিল। স্বৈরাচারের গর্ভে জন্ম নেওয়া বিএনপি সুপরিকল্পিতভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করতে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'বিএনপি নেতাদের উচিত ছিল তাদের অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের জন্য জাতির কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করা। অথচ তারা সেটা না করে বরাবরের ন্যায় দুরভিসন্ধিমূলক বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্রের হত্যাকারীরা আজ যখন গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলে তখন বুঝতে হবে, তাদের ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে। এটা গণতন্ত্রের জন্য তাদের মায়াকান্না ছাড়া আর কিছু নয়। গণতন্ত্রের প্রতি বিএনপির কোনো দায়বদ্ধতা নেই। গণতন্ত্রের জন্য তাদের এ আহাজারি মূলত ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলার মাস্টারমাইন্ড, হাওয়া ভবন-খোয়াব ভবনের অধিপতি, দুর্নীতি-সন্ত্রাস ও দুর্বৃত্তায়নের বরপুত্র তারেক রহমানের দুঃশাসনের যুগে দেশকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য।'

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে একসঙ্গে কাজ করতে হবে : মাউরো ভিয়েরা

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়তে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাউরো ভিয়েরা। সোমবার, ৮ই এপ্রিল ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক সেমিনারে সফররত ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কথা বলেন। সেমিনারে জি-২০ এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে ব্রাজিলের অগ্রাধিকার ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনার বিষয় চিহ্নিত করা হয়। ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'ব্রাজিলের সভাপতিত্বের অগ্রাধিকারের ইস্যুগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই এবং দারিদ্র্য ও ক্ষুধার বিরুদ্ধে একটি বৈশ্বিক জোট গঠনও দেশটির কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য। বাংলাদেশও এ তিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভালো করছে।' তিনি বলেন, 'শান্তি ও সহযোগিতা ব্যতীত আমরা যে অস্তিত্বের হুমকির সম্মুখীন, বিশেষ করে দারিদ্র্য, অসমতা এবং পরিবেশ সুরক্ষার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থানগুলোর প্রতিশ্রুত বৃহৎ আকারে সংহতি অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন হবে।'

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন তার স্বাগত বক্তব্যে ব্রাজিলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্পর্কে বলেন, 'তিনি তার কর্মজীবনে একজন খুবই চৌকস কূটনীতিক ছিলেন। তাকে জাতিসংঘে স্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে তার দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখেছি।' জি-২০ মঞ্চ বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের মধ্যে সম্পর্ক আরো জোরদার করবে বলেও জানান তিনি।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সুবিধাবঞ্চিত মানুষের প্রতি সহনশীল থাকার আহ্বান জি এম কাদেরের

দেশের সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, প্রতিবন্ধী এবং অসহায় মানুষের প্রতি সহনশীল থাকার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। সোমবার, ৮ই এপ্রিল পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দেওয়া বাণীতে তিনি দেশের মানুষের প্রতি এ আহ্বান জানান। জিএম কাদের বলেন, 'পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মহাখুশির ঈদুল ফিতরে মুসলিম উম্মাহর প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাচ্ছি। এই আনন্দ উপলক্ষে মুসলিম উম্মাহর সংহতি, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।' জাপা চেয়ারম্যান বলেন, 'শেষ হতে চললো রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মহিমাময় মাহে রমজান। রমজানের সিয়াম সাধনার ত্যাগ ও সংযমের সবার শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে হবে। ইসলামের শাশ্বত শিক্ষায় সব ভেদাভেদ ভুলে দেশকে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে হবে। জোড়ালো করতে হবে মানুষে মানুষে ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ।' তিনি সবার কল্যাণময় আগামী প্রত্যাশা করে বলেন, 'আমরা যেনো দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অবদান রাখতে সমর্থ হই। মানুষের জন্য কল্যাণময় রাজনীতি এগিয়ে নিতে সবার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

জাতীয় ইদগাহে প্রধান জামাত সকাল সাড়ে ৮টায়

আসন্ন ইদুলফিতরের দিন সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে জাতীয় ইদগাহ ময়দানে ইদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে সকাল সাড়ে ৮টায়। সোমবার, ৮ই এপ্রিল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন। সংস্থাটির জনসংযোগ কর্মকর্তা আবু নাছেরের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জাতীয় ইদগাহ মাঠে ইদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠানের সব আয়োজন এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২৫ হাজার ৪০০ বর্গমিটার আয়তনের মূল প্যান্ডেলে একসঙ্গে ৩৫ হাজার মুসল্লি ইদের নামাজ আদায় করতে পারবেন। এছাড়া অনেক মুসল্লি মূল প্যান্ডেলের বাইরে ইদ জামাতে অংশ নেন। ইদের প্রধান এ জামাতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ রুহুল আমিন ইমাম এবং মুয়াজ্জিন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ক্বারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তবে আবহাওয়া প্রতিকূল থাকলে বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণে এ জামাত অনুষ্ঠান সম্ভব না হলে সকাল ৯টায় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে ইদের প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে।

আগামীকাল মঙ্গলবার, ৯ই এপ্রিল বেলা ১১টায় ইদ জামাত আয়োজনের সার্বিক প্রস্তুতি সরেজমিনে পরিদর্শন করবেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস। চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১০ বা ১১ই এপ্রিল মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ইদুলফিতর উদযাপন হবে। ইদের দিন রাজধানীতে জাতীয় ইদগাহ মাঠ ও বায়তুল মোকাররম ছাড়াও বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লিরা নামাজ আদায় করবেন। করোনা ভাইরাসের কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে বিধিনিষেধের মধ্যে উন্মুক্ত স্থানে ঈদের জামাত হয়নি। দুই বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২ সালে জাতীয় ইদগাহে ইদুল ফিতরের প্রধান জামাত হয়। এরপর গত বছরও সেখানে ইদের নামাজ আদায় করেন মুসল্লিরা। যথারীতি এবারও জাতীয় ইদগাহ ময়দান প্রস্তুত করা হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় বেসিক ব্যাংক

এক্সিম-পদ্মার পর এবার বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত রাষ্ট্রীয় বেসিক ব্যাংক। সিটি ব্যাংকের একটি সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এ নিয়ে সোমবার, ৮ই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। সিটি ব্যাংকের এক কর্মকর্তা জানান, 'সিটি ও বেসিক ব্যাংক একীভূত হচ্ছে স্বেচ্ছায়। এখানে কেউ কাউকে চাপিয়ে দিচ্ছে না। আমরা সবল ব্যাংক হিসেবে দেশসেরা। সে হিসেবে কোনো দুর্বল ব্যাংককে সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত করা যায়। আমরাও সেটা খতিয়ে দেখছি।'

তবে বেসিক ব্যাংকের একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বললেও তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেননি। ব্যাংকটির এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে বলেন, 'সোমবার বাংলাদেশ ব্যাংকের সভায় বেসিক ব্যাংকের কেউ ছিলেন কি না জানি না। আমরা বিষয়টি গণমাধ্যম থেকে শুনছি।' এর আগে গত ১৮ই মার্চ একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করে বেসরকারি খাতের পদ্মা ব্যাংক। একীভূত হওয়ার পর এটি এক্সিম ব্যাংক নামেই কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে জানানো হয়। বেসিক-সিটি ব্যাংক নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মেজবাউল হক জাগো নিউজকে বলেন, 'একীভূত করা নিয়ে অনেক ব্যাংকের বিষয়ে আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত আলোচনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে সবাইকে আসতে হবে। তবে এক্সিম ও পদ্মা ছাড়া এখনো কোনো ব্যাংককে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক।' (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

কেএনএফ সদস্যসহ আটক ৮, ডাকাতিতে ব্যবহৃত জিপগাড়ি-অস্ত্র উদ্ধার

বান্দরবানে পৃথক যৌথ অভিযানে কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্ট, কেএনএফ-এর ছয় সদস্যসহ মোট আটজনকে আটক করা হয়েছে। এসময় থানচিতে কৃষি ব্যাংক ডাকাতির সময় ব্যবহৃত জিপগাড়িসহ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। রোববার, ৭ই এপ্রিল রাত থেকে সোমবার, ৮ই এপ্রিল দুপুর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। রুমার সেনা জোনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল কেএম আরাফাত আমিন জানান, 'রুমা সেনাবাহিনীর অভিযানে ব্যাথেল

পাড়া থেকে সাতটি দেশি বন্দুক, ২০ রাউন্ড গুলি, কেএনএফ-এর পোশাক, ল্যাপটপ, একজোড়া বুট, একটি ছুরিসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে কেএনএফ-এর আরো দুই সদস্যসহ সন্দেহভাজন হিসেবে রুমা সোনালী ব্যাংকের সহকারী ক্যাশিয়ারকে আটক করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সূত্র জানায়, রুমা-থানচিতে পাহাড়ের সশস্ত্র সংগঠন কেএনএফের তাণ্ডবের ঘটনায় রুমা ও থানচিতে আটটি মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের ধরতে সেনাবাহিনী-র‍্যাব-পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান চলছে রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি ও আলীকদম উপজেলায়। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বান্দরবানের পুলিশ সুপার সৈকত শাহীন জানান, 'থানচি থেকে একজন ও রুমা থেকে ছয়জনকে আটক করেছে যৌথবাহিনী।' এরআগে সদরের শ্যারণ পাড়া থেকে কেএনএফ-এর প্রধান সমন্বয়ক চেওসিম বমকে আটক করা হয়। এ নিয়ে সেনাবাহিনী-র‍্যাব-পুলিশের পৃথক অভিযানে এ পর্যন্ত আটজনকে আটক করা হল।

এদিকে কেএনএফের তাণ্ডবের ঘটনায় বান্দরবান জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পুলিশের সাঁজোয়া যানসহ বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর।অন্যদিকে রুমা, থানচি ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় ব্যাংক বন্ধ থাকায় বান্দরবান জেলা সদরে সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখায় গ্রাহকের ভিড় বেড়েছে। এতে বেড়েছে ভোগান্তিও। গত ২ ও ৩রা এপ্রিল রুমা ও থানচিতে ব্যাংক লুট এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র লুট করে কেএনএফ। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত আটটি মামলা করা হয়েছে। তারমধ্যে রুমায় চারটি ও থানচিতে চারটি।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

ফের বিকট শব্দে কাঁপছে টেকনাফ সীমান্ত

মিয়ানমারের রাখাইনে একের পর এক বিস্ফোরণে টেকনাফ সীমান্তের বাড়ি-ঘর কেঁপে উঠছে। সোমবার (৮ এপ্রিল) সীমান্ত থেকে ভেসে আসা বিস্ফোরণের শব্দে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। স্থানীয় হোয়াইক্যং ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ নুর আহমদে আনোয়ারী বলেন, গত তিনদিন ধরে আবারও টেকনাফ সীমান্তে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ মিয়ানমারের ওপার থেকে ভেসে আসছে। দিনের পর দিন মিয়ানমারের রাখাইনের অস্থিরতার কারণে টেকনাফ সীমান্ত পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে না। জেলেরা নাফনদী ও চিংড়ি ঘেরে মাছ ধরতে বা কিনতে যেতে পারছেন না। কৃষকরা কাজে যেতে পারছে না। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। সোমবার দফায় দফায় মর্টারশেল ও ভারী গোলার বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এপার কেঁপে উঠেছে। মনে হয় সংঘর্ষের তীব্রতা আরও বাড়ছে। শাহপরীর দ্বীপের সীমান্তের বাসিন্দা সৈয়দ আকবর বলেন, সেন্টমার্টিন-শাহপরীর দ্বীপের অধিকাংশ মানুষ সাগরে মাছ ধরতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। মাছ ধরতে মিয়ানমারের কাছাকাছি সাগরে যেতে হয়।

স্থানীয়রা জানায়, কিছুদিন আগে থেমে থেমে গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলেও সোমবার থেকে মিয়ানমারের ওপার থেকে দফায় দফায় বিস্ফোরণের বিকট শব্দে এপারে কেঁপে উঠছে। এর তীব্রতা সন্ধ্যার দিকে বাড়ছিল। সীমান্তবাসীর মাঝে নতুন করে দেখা দিয়েছে আতঙ্ক। টেকনাফ (২বিজিবি) ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, মিয়ানমারের রাখাইনের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজিবি সব সময় সর্তক রয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

রুমা-থানচিতে যৌথ অভিযানে ১৮ নারীসহ গ্রেফতার ৫৫

বান্দরবানের রুমা ও থানচিতে ব্যাংক ডাকাতির ঘটনায় নারীসহ এ পর্যন্ত মোট ৫৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তারা সবাই সশস্ত্র সংগঠন কুকি-চিন ন্যাশনাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) সদস্য বলে জানিয়েছে পুলিশ। সোমবার (৮ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে গ্রেফতার ৪৯ জনকে তিনটি বাসে করে বান্দরবান সদর থানায় নিয়ে আসা হয়। এর আগে যৌথবাহিনীর অভিযানে রুমা উপজেলার বেথেল পাড়া থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। অভিযান পরিচালনাকালে তাদের কাছ থেকে সাতটি দেশি বন্দুক, ২০ রাউন্ড গুলি, কেএনএফের পোশাক, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত ল্যাপটপ, দুই জোড়া বুট, একটি ছুরি ও বিভিন্ন সরঞ্জা উদ্ধার করা হয়েছে। এসব তথ্য নিশ্চিত করে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মো. রায়হান কাজেমী জানান, রুমা ও থানচিতে হামলার ঘটনায় করা মামলায় ৪৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এর আগে সদরের শ্যারণ পাড়া থেকে কেএনএফের প্রধান সমন্বয়ক চেওসিম বমকে (৫৫) আটক করা হয়। তিনি বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউনিয়নের ৬ নাম্বার ওয়ার্ড শারন পাড়া এলাকার মৃত রোয়াল খুব বমের ছেলে। রোববার (৭ এপ্রিল) সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায়, বান্দরবানে প্রথম কুকি-চিন ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশান নামে একটি সংগঠন গঠন করা হয়েছিল। যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে ধীরে ধীরে কেএনএফ বর্তমান অবস্থায় পৌঁছায়। সেই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়ক ছিলেন চেওসিম বম। তার বাড়িতে বসেই নাথান বম ও জঙ্গি নেতা শামীম মাহফুজের জঙ্গি প্রশিক্ষণের চুক্তি হয়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে কেএনএফের জন্য তিনি টাকা সংগ্রহ করে আসছিলেন। গত ২ ও ৩ এপ্রিল রুমা ও থানচিতে ব্যাংক লুট এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ১৪টি অস্ত্র লুট করে কেএনএফ। এ ঘটনায় এ পর্যন্ত আটটি মামলা করা হয়েছে। তারমধ্যে রুমায় চারটি ও থানচিতে চারটি।

(জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

অতিরিক্ত এসপি হলেন ২৪ পুলিশ কর্মকর্তা

সহকারী পুলিশ সুপার ও সমমর্যাদার ২৪ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অতিরিক্ত এসপি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার। সোমবার (৮ এপ্রিল) তাদের পদোন্নতি দিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অতিরিক্ত এসপি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা 'জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫' এর ষষ্ঠ গ্রেডে বেতন পাবেন। পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব বরাবর যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যোগদান পত্র পাঠাবেন। পদোন্নতিরে আদেশ যোগদানের তারিখ থেকে কার্যকর হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

এবার সোনালী ব্যাংকে একীভূত হচ্ছে বিডিবিএল

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংক একীভূত করবে আরেক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বা বিডিবিএলকে। এ নিয়ে সোমবার (৮ এপ্রিল) উভয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দুই ব্যাংকের পর্ষদই একীভূত হতে সম্মতি জানিয়েছে। এখন ব্যাংক দুটির বোর্ডের সিদ্ধান্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করা হবে। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া চলবে। অর্থাৎ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর আগে গত ১৮ মার্চ একীভূত হওয়ার লক্ষ্যে এক্সিম ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সই করে বেসরকারি খাতের পদ্মা ব্যাংক। একীভূত হওয়ার পর এটি এক্সিম ব্যাংক নামেই কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে জানানো হয়।

অন্যদিকে এক্সিম-পদ্মার পর বেসরকারি খাতের সিটি ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হচ্ছে দুর্দশাগ্রস্ত বেসিক ব্যাংক। নিজেদের উদ্যোগে একীভূত হচ্ছে, এমনটা বলছেন ব্যাংক দুটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (বিডিবিএল) একীভূত হচ্ছে সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পেলেই বিডিবিএলকে অধিগ্রহণের বাকি কাজ করবে সোনালী ব্যাংক। বিডিবিএলের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জাগো নিউজকে জানান, একীভূত করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের যে নির্দেশনা ছিল, সোমবার এটি বোর্ডে উঠানো হলে পর্ষদ একমত হয়েছে।

অর্থাৎ সোনালী ব্যাংকের সঙ্গে একীভূত হতে একমত বিডিবিএল। বোর্ডের সিদ্ধান্ত দ্রুতই বাংলাদেশ ব্যাংককে জানানো হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। একই কথা জানান সোনালী ব্যাংকের একজন ডিএমডি। তাদের বোর্ডও আজ বিডিবিএলকে অধিগ্রহণ বিষয়ে অনুমোদন করে। সোনালী ব্যাংকের এক সূত্রমতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে বিডিবিএলের আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করে সোনালী ব্যাংক। যা সোমবার পরিচালনা পর্ষদে উপস্থাপন করা হয়। বিডিবিএলকে সোনালীর সঙ্গে একীভূত করতে পর্ষদ অনুমোদন দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সমঝোতা চুক্তিতে একীভূত করার বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

গত বুধবার বিকেলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের নিয়ে বৈঠক করে দুর্বল ব্যাংককে সবলের সঙ্গে একীভূত করার বিষয়ে জানিয়ে দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। পরদিন বৃহস্পতিবার একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। কোন ব্যাংক কার সঙ্গে একীভূত হবে, ব্যাংকগুলো নিজেদের পছন্দে বাছাই করতে পারবে। (জাগো এফএম ওয়েব পেজ : ০৮.০৪.২০২৪ প্রতীক)

BBC

MORE THAN 33,000 GAZANS KILLED IN LAST SIX MONTHS

The statistics record the horrors of the past six months. More than 33,000 Gazans, a majority of whom were civilians, have been killed, according to the Palestinian Hamas-run health ministry. The ministry's latest demographic breakdown from 5 April indicates that more than 70% of those killed were women and children. According to the Save the Children, 13,800 Palestinian children in Gaza have been killed and over 12,009 wounded. Unicef reports at least 1,000 children have had one or both legs amputated. More than 1.7 million people have been internally displaced, according to the United Nations.
(BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

UKRAINE NUCLEAR PLANT DRONE STRIKE PROMPTS WARNING

A new drone attack on Ukraine's Zaporizhzhia power plant has raised the risk of a "major nuclear accident", the UN's atomic watchdog has warned. Russia said Ukraine was behind the attack, which it said injured three people. Ukraine has denied involvement. The giant Russian-held nuclear plant, with six reactors , is on the frontline of the Russia-Ukraine conflict. The UN's International Atomic Energy Agency (IAEA) has repeatedly warned against such attacks. IAEA head Rafael Grossi said Sunday's drone strike was reckless and a major escalation of the nuclear safety and security dangers facing the plant. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

MYANMAR'S ARMY MASSACRED ROHINGYAS. NOW IT WANTS THEIR HELP

Nearly seven years after the Myanmar military killed thousands of Muslim Rohingyas, in what the UN called textbook ethnic cleansing, it wants their help. From interviews with Rohingyas living in Rakhine State the BBC has learned of at least 100 of them being conscripted in recent weeks to fight for the embattled junta. All their names have been changed to protect them. In the middle of February the camp leader came to him late at night, Mohammed said, and told him he would have to do military training. "These are army orders," he remembers him saying. "If you refuse they have threatened to harm your family. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

MOZAMBIQUE FERRY DISASTER KILLS OVER 90: OFFICIALS

More than 90 people have died after a ferry sank off the north coast of Mozambique, local authorities say. Officials in Nampula province said five people had been rescued of the around 130 believed to have been on board. They were fleeing a cholera outbreak, Nampula Secretary of State Jaime Neto said. Many children were among the dead, he added. "Because the boat was overcrowded and unsuited to carry passengers it ended up sinking," saidr Neto. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

NZ TIGHTENS VISA RULES AMID UNSUSTAINABLE MIGRATION

New Zealand has tightened work visa rules in response to unsustainable migration levels, say authorities. Low-skilled applicants now have to fulfill English-language requirements and are allowed to stay on for three years - down from five previously. A near-record 1,73,000 people migrated to New Zealand last year. Under the tightened rules ,applicants for most work visas now have to fulfill requirements for skills and work experience. Employers are responsible for ensuring that migrants meet the specified requirements before offering them a job. (BBC Web Page: 08/04/24, FARUK)

PRESIDENT SAYS WORLD FAILED RWANDA OVER 1994 GENOCIDE

Rwanda's president said the international community "failed all of us ", as he marked 30 years since the 1994 genocide that killed around 8,00,000 people. President Paul Kagame addressed dignitaries and world leaders who had gathered in Rwanda's capital, Kigali, to commemorate the bloodshed. "Rwanda was completely humbled by the magnitude of our loss," he said. On this day in 1994 , extremists from the Hutu ethnic group launched a 100-day killing spree, in which members of the Tutsi minority and Hutu moderates were slaughtered. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

ISRAEL CAN HANDLE THREAT FROM IRAN: MILITARY

Israel's military has said it is prepared for any Iranian threat, as tension builds after Monday's attack on an Iranian consulate in Damascus. Israel is widely believed to be behind the attack, which Iran said killed seven Revolutionary Guard officers. An Iranian official said on Sunday that Israel's embassies were no longer safe , as it prepares a response. US and Israeli forces in the region have been put on high alert in anticipation of a possible attack. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

ISRAEL REDUCES TROOP NUMBERS IN SOUTHERN GAZA

Israel's military said on Sunday that it was reducing its numbers of soldiers from southern Gaza, leaving just one brigade in the area. The military stressed a significant force would remain in Gaza. "This is another stage in the war effort", Israel Defence Forces (IDF) spokesman Lt Col Peter Lerner told the BBC. The pull-out is being interpreted as tactical, rather than a sign the war may be moving closer to its end. Also on Sunday, Israel and Hamas said they had both sent delegations to Cairo to join fresh ceasefire negotiations. (BBC Web Page : 08/04/24, FARUK)

::THE END::